NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ বুথে বুথে 'ভোট রক্ষা' কমিটির নির্দেশ অভিষেকের

মাঘের শুরুতেই শীত বিদায়ের আভাস বাংলায় ৩

কলকাতা ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ ১১ মাঘ ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২২৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.01.2026, Vol.19, Issue No. 225, 8 Pages, Price 3.00

GOVERNMENT OF INDIA

১২৫ দিনের

রোজগারের গ্যারান্টি

Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) : VB - G RAM G

বিকসিত ভারত – জি রাম জি Act, 2025

এখন গ্রামের মানুষ নিজেরাই তৈরি করবেন বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা

বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বিকশিত ভারতের পথে

CBC 35101/13/0086/2526

জাতীয় সঙ্গীতের সমমর্যাদা পেতে চলেছে বন্দেমাতরম, অবমাননায় শাস্তি !

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি: জাতীয় সঙ্গীতের মতোই সমমর্যাদা পেতে চলেছে জাতীয় স্তোত্র 'বন্দে মাতরম'। সম্প্রতি এই ইস্যুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান জানাতে যেসব আইনি বিধান রয়েছে তা এই গানের ক্ষেত্রেও লাগু করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বৈঠকে।

সংবাদ মাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি মাসেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নেতৃত্বে এই বৈঠক সম্পন্ন হয়। অন্যান্য মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই বৈঠকে আলোচনার বিষয় ছিল জাতীয় সঙ্গীতকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য যে সব নিয়ম ও নির্দেশিকা সংবিধানে রয়েছে তা বন্দে মাতরমের ক্ষেত্রেও লাগু করা যায় কি না। বন্দেমাতরম গাওয়ার সময়, স্থান এবং পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট নিয়ম নির্ধারণ করা উচিত কিনা তা নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। পাশাপাশি, জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানানোই নিয়ম। এর অন্যথা হলে শাস্তির

বিধানও রয়েছে। সেই আইনি পদক্ষেপ বন্দে মারতমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হয় বৈঠকে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত দেশাত্মবোধক গান বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন চলছে। ১৮৭৫ সালে লেখা এই গান প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে। ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম এই গান গেয়েছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল বন্দে মাতরমের কথা ও ভাবনা। জাতীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি দেশের সংবিধান এই গানকেও সমান মর্যাদা এবং স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে এটি পাঠ করা বা গাওয়ার জন্য আলাদা করে কোনও শিষ্টাচার, আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। তা চালু করা প্রয়োজন কি না, ভেবে দেখছে কেন্দ্র।

বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, বাংলার আবেগ রবীন্দ্রনাথকে কিছুটা পিছনের সারিতে পাঠিয়ে বঙ্কিম আবেগ ও জাতীয়তাবাদের রাজনীতিকে হাতিয়ার করে মাঠে নামতে চাইছে গেরুয়া শিবির।

ভোটের বঙ্গে নবীন সফর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভোটের ঠিক মুখে বাংলায় সাংগঠনিক চাকা ঘোরাতে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে তাঁর দু'দিনের বঙ্গ সফর। বিজেপি সূত্রের বক্তব্য, 'এই সফরের মূল লক্ষ্য একটাই, ভোটের আগে সংগঠনকে চাঙ্গা করা।'

দলীয় সূত্র জানাচ্ছে, মঙ্গলবার বিকেল চারটে নাগাদ অন্ডাল বিমানবন্দরে নামবেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বভারতীয় সভাপতি। সেখান থেকেই তিনি যোগ দেবেন দুর্গাপুরের একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে। সন্ধ্যায় আইটিসি ফরচুনা হোটেলে রাজ্য বিজেপির কোর

কমিটির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে তাঁর। ওই বৈঠকে আসন্ন নির্বাচনের কৌশল, বুথ ম্যানেজমেন্ট এবং রাজনৈতিক রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে।

বুধবার সকাল শুরু হবে ধর্মীয় কর্মসূচির মাধ্যমে। সকাল ন'টায় ফিরিঙ্গি কালী মন্দিরে পুজো দেওয়ার কথা রয়েছে নীতিন নবীনের। তার পর সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে বর্ধমান বিভাগের কার্যকর্তাদের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক এবং দুপুর আড়াইটেয় আসানসোল বিভাগের নেতৃত্বের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করবেন তিনি।

বিজেপি সূত্রের দাবি, '২০২৬-ই লক্ষ্য। বাংলায় সরকার গড়তেই এই সফর।' সমস্ত কর্মসূচি শেষে বুধবার বিকেলেই অন্ডাল বিমানবন্দর থেকেই দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন সর্বভারতীয় সভাপতি।

বাঁকুড়ায় শুভেন্দু, পুলিশকে ডেডলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওন্দায় আক্রান্ত বিজেপি নেতা তাপস বারিকের বাড়ি গেলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার দুপুরে তাপসের পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। তার পর পুলিশকে নিশানা করে সময়সীমা বেঁধে দেন। বাঁকুড়া থেকে তাঁর হুঁশিয়ারি, এর পর পুলিশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন।

গত বুধবার রাতে ওন্দা থানার নন্দনপুর গ্রামে বিজেপির ওন্দা বিধানসভার আইটি সেলের সহ-আহ্বায়ক তাপসের বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ ওঠে। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় কোনও রকমে প্রাণে বেঁচেছেন তাপস ও তাঁরা মা-বাবা। ওই নেতার একটি দোকান রয়েছে। সেখানেও লুটপাট, ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ।

ওই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে ওন্দায় প্রতিবাদ মিছিল এবং সভা করেছে বিজেপি। শুভেন্দু দোষীদের গ্রেপ্তারির জন্য ওন্দা থানার পুলিশকে আগামী ২৬ জানুয়ারী পর্যন্ত সময় দেন। তাঁর দাবি, তাপস বিজেপি করেন বলেই এই হামলা হয়েছে।

ডিজির প্যানেলে রাজীবের নামও !

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশের শীর্ষপদ ঘিরে অনিশ্চয়তা আরও ঘনীভূত। ৩১ জানুয়ারি অবসর নিচ্ছেন বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমার। তার আগেই ২৮ জানুয়ারি নির্ধারিত হয়েছে তাঁর সরকারি বিদায় সংবর্ধনা। কিন্তু বিস্ময়কর ভাবে, পরবর্তী স্থায়ী ডিজি নিয়োগের জন্য কেন্দ্রের কাছে পাঠানো নতুন প্যানেলে রয়েছে তাঁর নামও। সেই থেকেই প্রশ্ন উঠছে, 'অবসরের পরেও কি রাজীবকেই রাখতে চাইছে রাজ্য?'

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট আট জন সিনিয়র আইপিএস আধিকারিকের নাম পাঠানো হয়েছে ইউপিএসসি-র কাছে। তালিকায় রয়েছেন রাজীব কুমারের পাশাপাশি আইনি লড়াইয়ে নামা আইপিএস রাজেশ কুমার, রণবীর কুমার, দেবাশিস রায়, অনুজ শর্মা, জগমোহন, এন রমেশ বাবু ও সিদ্ধিনাথ গুপ্ত। প্রশাসনের একাংশের বক্তব্য, 'নিয়মগত কারণেই বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ডিজির নাম তালিকায় রাখা বাধ্যতামূলক ছিল।'

স্থায়ী ডিজি নিয়োগের জন্য আগেও প্রস্তাবিত নামের তালিকা পাঠিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু আইনি জটিলতায় সেই নিয়োগ হয়নি। ইউপিএসসি-র বক্তব্য, পূর্ববর্তী স্থায়ী ডিজি অবসর নেওয়ার অন্তত তিন মাস আগে পাঠাতে হত প্রস্তাবিত নামের প্যানেল। অর্থাৎ, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওই তালিকা পাঠাতে হত। কিন্তু রাজ্য প্রস্তাবিত নামের প্যানেল পাঠিয়েছিল ওই বছরের ২৭ ডিসেম্বর। সম্প্রতি সেই প্যানেল ফেরত চলে আসে।

উল্লেখযোগ্য ভাবে, এর আগে পাঠানো প্যানেল 'বিধি মানা হয়নি' অভিযোগে ফেরত পাঠায় ইউপিএসসি। সেই প্রেক্ষিতেই ক্যাটের নির্দেশে নতুন করে তালিকা পাঠাতে বাধ্য হয় রাজ্য। সূত্রের দাবি, 'পীযুষ পাণ্ডে, রাজেশ কুমার ও রণবীর কুমার, এই তিন নামই আপাতত সবচেয়ে বেশি আলোচনায়।' তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে ২৯ জানুয়ারি, ইউপিএসসি-র তিন সদস্যের প্যানেল ঘোষণার পরই। রাজ্য পুলিশের স্থায়ী ডিজি পদে শেষ পর্যন্ত কে বসছেন, সে দিকে এখন তাকিয়ে প্রশাসনিক মহল থেকে রাজনৈতিক শিবির, সবাই।

'বিশ্বে ভারতের পুঁজি তারুণ্যই'

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি: দেশের যুবসমাজকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার রোজগার মেলা থেকে স্পষ্ট বার্তা দিলেন, কর্মসংস্থানই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ১৮তম রোজগার মেলার মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে তিনি ৬১ হাজারেরও বেশি নির্বাচিত প্রার্থীর হাতে সরকারি নিয়োগপত্র তুলে দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারতের কাছেই সবচেয়ে বেশি তরুণ রয়েছে, আর সেই শক্তিকেই ভবিষ্যতের ভিত্তি করে এগোচ্ছে দেশ।' তাঁর কথায়, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তির মাধ্যমে দেশের ভিতরে যেমন কর্মক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে, তেমনই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতীয় যুবকদের জন্য নতুন দরজা খুলছে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং-সহ প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকরা। স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, আর্থিক পরিষেবা, উচ্চশিক্ষা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক ও দপ্তরে নবনিযুক্তরা কাজ শুরু করবেন বলে জানা গিয়েছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসে নিরাপত্তায় এআই চশমা থেকে স্নাইপার

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি: চোখে থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির 'স্মার্ট গ্লাস'। যা চিনিয়ে দেবে অপরাধীদের বা চিহ্নিত করে দেবে সন্দেহভাজনদের! এমন চশমা পরে সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লির পাহারায় থাকবেন নিরাপত্তারক্ষীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, ২৬ জানুয়ারি দিল্লির নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকবে ৩০ হাজারেরও বেশি পুলিশ এবং ৭০ কোম্পানির বেশি আধাসেনা। অর্থাৎ, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ এবং আধাসেনার সংখ্যা সব মিলিয়ে হবে ৩৮ হাজারেরও।

সাধারণতন্ত্র দিবসে এবার জঙ্গিদের নাশকতার পরিকল্পনা রয়েছে আগেই জানতে পেরেছে দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে রয়েছে খলিস্তানি জঙ্গি সংগঠন, জইশ-ই-মহম্মদ, আল কায়েদা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন। দাবি, অপারেশনের নাম 'কোড নেম ২৬-২৬'। এই বিষয়টি নজরে

রেখেই সাধারণতন্ত্র দিবসে এবার দিল্লির নিরাপত্তা আরও আঁটসাঁট করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, দিল্লি জুড়ে অন্তত চার হাজার বাড়ির ছাদতে চিহ্নিত করা হয়েছে 'সিকিওরিটি পয়েন্ট' হিসাবে। অর্থাৎ, এই সব বাড়ির ছাদে বসেই নজরদারি চালাবে নিরাপত্তাবাহিনী। থাকবেন স্নাইপারেরা। পাশাপাশি বাসস্ট্যান্ড, রেল স্টেশন এবং বাজারের মতো জনবহুল জায়গাগুলিতে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, নিরাপত্তাবাহিনী যে স্মার্ট চশমা ব্যবহার করবে, তাতে 'ফেশিয়াল রিকগনিশন সিস্টেম' এবং 'থার্মাল ইমেজিং টেকনোলজি' থাকবে। এই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ভিড়ের মধ্যে থেকে সহজেই অপরাধী বা সন্দেহভাজন কাউকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। কারণ এই চশমা সরাসরি সংযুক্ত থাকবে পুলিশের তথ্যভান্ডারের সঙ্গে। ফলে কোনও অপরাধীর মুখের সঙ্গে মিল খুঁজে পেলেই সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তাবাহিনীকে জানিয়ে দেবে। দিল্লি পুলিশের এসিপি দেবেশ কুমার মাহলা বলেন, 'এই চশমা ভারতেই তৈরি। পুলিশ অফিসারদের ফোনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। যদি কোনও ব্যক্তির অতীত অপরাধের রেকর্ড না থাকে, তা হলে তা সবুজ সংকেত দিয়ে দেখিয়ে দেবে এই যন্ত্র। আর যদি কারও অপরাধের রেকর্ড থাকে, তা হলে লাল সংকেত দেখা যাবে।'

এ ছাড়াও গোটা দিল্লিকেই উন্নত প্রযুক্তির সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ।

ভারতীয় পণ্যে শুল্ক হ্রাসের মার্কিন ইঙ্গিত

ওয়াশিংটন, ২৪ জানুয়ারি: যে উদ্দেশ্যে ভারতীয় পণ্যে অধিক শুল্ক আরোপ করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, তা সফল হয়েছে। তাই এবার শুল্কহার কমানো যেতেই পারে বলে মন্তব্য করলেন মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট। সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মঞ্চে স্কট বলেন, 'ভারতীয় পণ্যে ২৫ শতাংশ বেশি শুল্ক চাপানোর উদ্দেশ্য সফল। রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। কিন্তু এখনও অধিক শুল্ক কার্যকর রয়েছে। আমার মনে হয়, এবার তা কমানো যেতেই পারে।'

প্রসঙ্গত, দিন দুয়েক আগেই দাভোসের আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কের বার্তা দিয়েছিলেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। বলেছিলেন, 'ভারতের সঙ্গে আমাদের একটি দুর্দান্ত ও মজবুত (বাণিজ্য) চুক্তি হবে।'

অবশেষে মণিরুলের বিরুদ্ধে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের ফারাক্কার বিডিও অফিসে তাণ্ডব এবং এসআইআরের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে তৃণমূল বিধায়ক বিধায়ক মণিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআর।

নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবশ্য মণিরুলের নামে থানায় অভিযোগ জানানো হয়নি। বদলে শুক্রবার প্রশাসনকে চিঠি দিয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক। ঘটনাক্রমে শনিবার জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে মণিরুলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পদ্মশিবিরের অভিযোগ, জনপ্রতিনিধি হয়ে মণিরুল কেবল সরকারি কাজে বাধাদানই করেননি, তিনি গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত ও ব্যাহত করার চেষ্টা করেছেন।

তাঁর নামে এফআইআর দায়ের হয়েছে শুনে ফারাক্কার বিধায়কের উক্তি, 'মানুষের জন্য লড়াই করতে গিয়ে যদি জেলে যেতে হয়, তবে যাব। বিজেপি আর নির্বাচন কমিশন এখন আর আলাদা কিছু নয়। কমিশন এখন বিজেপির মুখপাত্র হিসাবেই কাজ করছে।'

এদিকে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিওতে নির্বাচন কমিশনকে লক্ষ্য করে বিধায়কের তীব্র মন্তব্য নতুন করে চাপ বাড়িয়েছে। যদিও মণিরুল ইসলাম লিখিত জবাবে বলেন, 'কমিশনকে অপমান করার কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না।'

এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কমিশনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'মানুষ চিঠি দেখতে চায় না। মানুষ কার্যকর পদক্ষেপ দেখতে চায়।'

আজ তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

■ **এসআইআর প্রক্রিয়া 'অপরিকল্পিত', বাংলায় যার শিকার হয়েছেন একে একে ১২৬ জন। আতঙ্কে সাধারণ ভোটার ও বিএলও-দের মৃত্যুর পরিসংখ্যান তুলে ধরে আজ রাজ্যজুড়ে ব্লকস্তরে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৫ জানুয়ারি, জাতীয় ভোটার দিবস। ওইদিনই ভোটারদের অধিকার রক্ষায় তৃণমূল কর্মী, সমর্থকদের ব্লকে ব্লকে প্রতিবাদ মিছিলে নামার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।**

গুলি করে খুন

■ **বচসার সময় আচমকাই স্ত্রীকে গুলি করে খুন। মাথায় এতটাই রাগ চড়ে গিয়েছিল যে, আত্মীয়েরাও রেহাই পেলেন না। স্ত্রীর পর তিন আত্মীয়কেও গুলি করে খুনের অভিযোগের আমেরিকায় গ্রেপ্তার এক ভারতীয়। ধৃতের নাম বিজয় কুমার। তাঁর বয়স ৫১। বিজয়ের উন্মত্ততা দেখে ভয় পেয়ে আলমারিতে লুকিয়ে পড়েছিল সেই সময় ঘটনাস্থলে থাকা তিন শিশু। সেই কারণেই তারা প্রাণে রক্ষা পেয়ে যায়। তিন শিশুর মধ্যে বিজয়ের বছর বারোর সন্তানও ছিল।**

বিশ্বকাপ থেকে ছাঁটাই বাংলাদেশ, পরিবর্ত স্কটল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র ১৪ দিন আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তৈরি হল অভূতপূর্ব অচলাবস্থা ও চাঞ্চল্য। বাংলাদেশের অনড় অবস্থানের জেরে শেষ পর্যন্ত কঠোর সিদ্ধান্ত নিল আইসিসি। ভারতে খেলতে আসতে অস্বীকার করায় বিশ্বকাপ থেকে ছেঁটে ফেলা হল বাংলাদেশকে। তাদের পরিবর্তে গ্রুপ সি-তে জায়গা পেল স্কটল্যান্ড। ইতালি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড ও নেপালের সঙ্গে একই গ্রুপে খেলতে দেখা যাবে স্কটিশ জাতীয় দলকে।

বাংলাদেশের এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। একাধিকবার আইসিসি কড়া বার্তা পাঠিয়েও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে নমনীয় করতে পারেনি। নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে সিদ্ধান্ত বদলানোর অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এমনকি ভারতের তরফে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাসও দেওয়া হয়। কিন্তু সব অনুরোধ ও আশ্বাস সত্ত্বেও নিজেদের অবস্থান থেকে সরেনি বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত আইসিসি বিকল্প রাস্তা বেছে নিতে বাধ্য হয়।

ঘটনার সূত্রপাত মূলত মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে ছেঁটে ফেলার পর। সেই ঘটনার পরই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। তাদের দাবি ছিল, একজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের নিরাপত্তা

যদি নিশ্চিত করা না যায়, তবে কীভাবে পুরো দল, সাপোর্ট স্টাফ, সাংবাদিক ও সমর্থকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব? এই যুক্তিতেই তারা বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারতে না খেলে শ্রীলঙ্কায় আয়োজনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আইসিসি সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি।

বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকেও আইসিসির উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়। হুমকি দেওয়া হয়, বাংলাদেশের প্রায় ২০ কোটি মানুষ ক্রিকেট দেখে, এই বিশাল দর্শকশ্রেণির সমর্থন হারাতে পারে আইসিসি। তবে সেই হুমকিকেও গুরুত্ব দেয়নি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা। বরং তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, নির্ধারিত সূচি ও আয়োজনে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ওই দেশের ক্রিকেটের জন্য বড়সড় ধাক্কা। এমনিতেই আর্থিক সংকটে ভুগছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও স্থিতিশীল নয়। তার উপর বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার অর্থ হল বিপুল রাজস্ব ক্ষতি, স্পনসর হারানোর আশঙ্কা এবং ক্রিকেটারদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় পড়া। এমনকি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সাময়িক নির্বাসনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

অন্যদিকে, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিল স্কটল্যান্ড। দীর্ঘদিন ধরেই সহযোগী দেশগুলো মূল মঞ্চে আরও সুযোগের দাবি জানিয়ে আসছিল। বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডের অন্তর্ভুক্তি সেই দাবিকে নতুন করে জোরালো করল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Sk Kajim Ali**, পিতা- Sk Liyakat Ali, সাকিন- শ্রীকৃষ্ণপুর, পোঃ- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০২, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং অন্যান্য নথিপত্রে ভুলবশত আমার পিতার নাম **Sk Liakat Ali, Liakat Ali, Sk Liyakat**, এবং **Liyakat Sk** হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। হুগলী জেলার চুঁচুড়া স্থিত এলডি ১ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত ২২/০১/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত একটি হলফনামা বলে আমি ঘোষণা করছি যে, **Sk Liyakat Ali, Sk Liakat Ali, Liakat Ali, Sk Liyakat**, এবং **Liyakat Sk** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং তাঁহার প্রকৃত ও সঠিক নাম হলো **Sk Liyakat**।

আমি **Avijit Dutta** নিবাস **6/48**, নেতাজি নগর, পোস্ট অফিস- রিজেন্ট এস্টেট, থানা নেতাজি নগর, কলকাতা- **700092**. আমি আমার পুত্রের নাম **Rudrajit Dutta** থেকে **Rudro Jitt Dutta** করেছি **03/12/2025** ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টের এফিডেভিট (**73809**) দ্বারা। এখন থেকে **Rudrajit Dutta** এবং **Rudro Jitt Dutta** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হল।

নাম -পদবী

আমি SERAJUL ISLAM, S/O ERSHAD ALI গ্রাম- বাদুড়িয়া কারিগরপাড়া দিঘীরধার, পো: ও থানা- বাদুড়িয়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৪০১। আমার সঠিক নাম SERAJUL ISLAM এবং পিতার সঠিক নাম ERSHAD ALI যাহা আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে উল্লেখ আছে। ২০০২-এর ভোটার লিস্ট, 94 বাদুড়িয়া বিধানসভা SL. No. 24, Part No. 101-এ আমার নাম SERAJUL MOLLA, S/O ERSHAD MOLLA আছে এবং আমার সমস্ত এডুকেশানাল ডকুমেন্টস-এ আমার নাম MD SERAJUL ISLAM S/O Lt. ERSHAD ALI আছে, গত ইং: ০৯.০১.২০২৬ বসিরহাট ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 1736/26 নং- এফিডেভিট বলে SERAJUL ISLAM, S/O ERSHAD ALI ও SERAJUL MOLLA, S/o ERSHAD MOLLA এবং MD SERAJUL ISLAM, S/O Lt. ERSHAD ALI একই ব্যক্তি হইলাম।

নাম -পদবী

গত 22/01/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 2501 নং এফিডেভিট বলে আমি Marufa Begam W/o. Sekh Sanuyar, R/o. Gobindabati, Dasghara, Dhaniakhali, Hooghly-712402, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sk Ibrahim) পিতার নাম, পুত্রের ভোটার কার্ডে **Sk Sanuyar**, জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 108 dt. 14/09/2001) **Sk Sanoar Ali** এবং পুত্রের আধার কার্ডে ও পুত্রের পিতার/আমার স্বামীর ভোটার কার্ডে ও 2002 সালের ভোটার লিস্টে (191 Dhaniakhali Assembly, Part No. 246, Sl. No. 146, Hooghly) **Sanuyar Sekh** লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পুত্রের পিতা/আমার স্বামী **Sk Sanuyar, Sk Sanoar Ali** ও **Sanuyar Sekh S/o. Akbar Sekh** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম -পদবী

গত 26/01/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া কোর্টে L/54 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Siddik Rahaman S/o. Late Sk Arbdin, R/o. Mato, Barue, Penro, Howrah-711408, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভোটার কার্ড (GXJ0082107) আমার সঠিক নাম Sk Siddik Rahaman-এর পরিবর্তে Sekh Siddik Palwan লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Sk Siddik Rahaman ও Sekh Siddik Palwan S/o. Sk Arbdin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 03/01/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 41 নং এফিডেভিট বলে আমি Nijamuddin Sarkar S/o. Ansar Sarkar, সাং গাজীপুর, মালিয়া, হরিপাল, হুগলী, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 205, dated 18/07/2006) আমার পুত্রের সঠিক নাম Nur Islam Sarkar-এর পরিবর্তে Sk Nur Islam Sarkar, আমার স্ত্রী/পুত্রের মাতার সঠিক নাম Ashma Begam-এর পরিবর্তে Asma Bibi, ও আমার/পুত্রের পিতার সঠিক নাম Nijamuddin Sarkar-এর পরিবর্তে Nizam Sarkar লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমার পুত্র Nur Islam Sarkar ও Sk Nur Islam Sarkar, আমার স্ত্রী/পুত্রের মাতা Ashma Begam ও Asma Bibi এবং আমি/পুত্রের পিতা Nijamuddin Sarkar ও Nizam Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

আমি, Kusum Choudhary D/o. Sachitananda Choudhary গত ইংরাজীর 25/06/2025 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Kusum Choudhary হইতে Parvin Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 26/06/2025 তারিখে S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 13 নং এফিডেভিট বলে Parvin Khatun ও Kusum Choudhary এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি **Sk Azaharuddin**, পিতা- **Sk Babur Ali**, গ্রাম- শ্রীকৃষ্ণপুর (হামিদবাটি), পোঃ- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০২, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার প্যান কার্ড ও আধার কার্ডে আমার নাম **Sk. Azaharuddin** এবং পিতার নাম **Sk Babur Ali** হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, এছাড়া ভোটার কার্ডেও আমার নাম **Sk. Azaharuddin** এবং পিতার নাম **Sk. Babur Ali** হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে, হুগলী জেলার চুঁচুড়াস্থিত এলডি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত ১৯/০১/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত একটি হলফনামা বলে আমি ঘোষণা করছি যে, **Sk Azaharuddin** ও **Sk. Azaharuddin** একই ব্যক্ত। একইভাবে আমার পিতা **Babur Sekh** ও **Sk Babur Ali** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং তাঁহার প্রকৃত নাম হলো **Babur Sekh**।

নাম -পদবী পরিবর্তন

হুগলী জেলার চুঁচুড়াস্থিত এলডি ১ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত ২২/০১/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত একটি হলফনামা (নং- ২৪৫৪) বলে আমি ঘোষণা করছি যে, আমি **Md Khursid Alam**, পিতা- মৃত **Aynal Ali**, সাকিন- শ্রীকৃষ্ণপুর, পোঃ- দশঘরা, থানা-ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০২, আমার মাতা **Lutfa Begum**-এর নাম ভুলবশত ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় **Lutfabegum Sekh (লুতফাবেগম সেখ)** হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিন্তু তাঁর প্রকৃত ও সঠিক নাম হলো **Lutfa Begum**, যা তাঁর প্যান কার্ড ও আধার কার্ডে নথিভুক্ত আছে। **Lutfa Begum** আমার মাতা এবং তিনি প্রথমে **Aynal Ali**-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং ০২/০২/১৯৯২ তারিখে তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় **Lalmohammad Sekh**-কে বিবাহ করেন। **Md Sajid Ali** আমার পুত্র এবং **Lutfa Begum** এর নাতি। **Lutfa Begum** এবং **Lutfabegum Sekh** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Sk Enamal Haque Mondal**, পিতা- **Daud Rahaman Mondal**, সাকিন ও পোঃ- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০২, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্যান কার্ড ও ভোটার কার্ডে এবং ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ভুলবশত আমার নাম যথাক্রমে **Enamal Haque Mondal** এবং **Enamal Haque Sk** হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমার প্রকৃত ও সঠিক নাম হলো **Sk Enamal Haque Mondal**, যা আমার প্যান কার্ড, আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে নথিভুক্ত আছে। হুগলী জেলার চুঁচুড়াস্থিত এলডি ১ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত ২২/০১/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত একটি হলফনামা (নং- ২৩২৯) বলে আমি ঘোষণা করছি যে, **Sk Enamal Haque Mondal, Enamal Haque Mondal** এবং **Enamal Haque Sk** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Shaik Najim Ali**, পিতা- **Liyakat Ali**, সাকিন- শ্রীকৃষ্ণপুর, পোঃ- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০২, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার ভোটার কার্ডে অনবধানতাবশত আমার নাম **Sekh Najim Ali** এবং আমার পিতার নাম **Sekh Liyakat Ali** লিপিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য নথিতে পিতার নাম **Sk Liyakat** ও **Liyakat Sk** হিসেবেও রয়েছে। হুগলী জেলার চুঁচুড়াস্থিত এলডি ১ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত ২২/০১/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত একটি হলফনামা (নং- ২৩৩৪) বলে আমি ঘোষণা করছি যে, **Shaik Najim Ali** ও **Sekh Najim Ali** একই ব্যক্তি। একইভাবে আমার পিতা **Liyakat Ali, Sekh Liyakat Ali, Sk Liyakat** ও **Liyakat Sk** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং তাঁহার সঠিক নাম হলো **SK Liyakat**।

নাম -পদবী

আমি, Fulsona Khatun, W/O. Rajiul Sk, D/O. Late Efraj Sk, গ্রাম - তেঁতুলিয়া, পো:- মহালন্দি, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৩৬, প: ব:। গত ২২.০১.২০২৬ তারিখে বহরমপুর নোটারি পাবলিকে এফিডেভিট বলে আমার বাবা Efraj Sk ও Md Efraj Ali এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন।

নাম -পদবী

আমি, Asif Ikbal, S/o- Hasibur Rahaman, গ্রাম - জিয়াখরদা, পো:- মহালন্দী, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, প: ব:। গত ২৬.০১.২০২৬ তারিখে কান্দি নোটারি পাবলিকে এফিডেভিট বলে আমার বাবা Hasibur Sk ও Hasibur Rahaman এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন।

নাম -পদবী

আমি, Md Salehin Sk, S/O. Hazi Abdul Majed, গ্রাম ও পো:- মহালন্দী, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৩৬, প: ব:। গত ২২.০১.২০২৬ তারিখে বহরমপুর নোটারি পাবলিকে এফিডেভিট বলে আমি Md Salehin Sk ও Mohammad Salehin Sekh ও Md Salehin এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম -পদবী

আমি, Azizul Haque, S/O. Hazi Abdul Majed, গ্রাম ও পো:- মহালন্দী, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৩৬, প: ব:। গত ২২.০১.২০২৬ তারিখে বহরমপুর নোটারি পাবলিকে এফিডেভিট বলে আমি Azizul Haque, S/o. Hazi Abdul Majed ও Azizul Haque Sk, S/O. Abdul Majed এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম -পদবী

আমি, Yusuf Sk, S/o- Azizul Sk, গ্রাম ও পো:- মহালন্দী, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, প: ব:। গত ২২.০১.২০২৬ তারিখে কান্দি নোটারি পাবলিকে এফিডেভিট বলে আমার বাবা Azizul Haque Sk ও Azizul Sk ও Azizul Haque এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন।

নাম -পদবী

আমি, Jamirul Islam, S/o. Late Erfan Sk, গ্রাম ও পো:- মহালন্দি, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৬, প: ব:। গত ২৪.০৯.২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণী) বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট বলে আমি Jamirul Islam S/o. Erfan Sk ও Jamirul Islam Sk, S/o. Efran Sk এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম -পদবী

আমি, Md Sobur Ali , S/o. Late Erfan Sk, গ্রাম ও পো:- মহালন্দি, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৬, প: ব:। গত ২৪.০৯.২০২৫ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট বলে আমি Md Sobur Ali S/o. Erfan Sk ও Sabur Ali, S/o. Efran Sk এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Sk Sekendar**, পিতা- **Sekh Babur**, সাকিন- শ্রীকৃষ্ণপুর (হামিদবাটি), পোঃ- দশঘরা, থানা-ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০২, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার প্যান কার্ড, আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে ভুলবশত আমার পিতার নাম **Sk Babar Ali** হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিন্তু আমার পিতার প্রকৃত ও সঠিক নাম হলো **Babur Sekh** যা তাঁর ভোটার কার্ড ও আধার কার্ডে নথিভুক্ত আছে। হুগলী জেলার চুঁচুড়াস্থিত এলডি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত ০৬/০১/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত একটি হলফনামা (নং- ১১) বলে আমি ঘোষণা করছি যে, **Babur Sekh** ও **Sk Babar Ali** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণ কে জানানো যাইতেছে যে- পশ্চিম বঙ্গে বিভিন্ন আদালতে এবং বি: এল: এ্যান্ড এল: আর: অফিসে নিম্নলিখিত ল' ক্লার্কসগণ কাজ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস রাজ্য কাউন্সিল অফিস শিয়ালদা কোর্ট কমপ্লেক্স (৭ম তল) ১ নং বেলেঘাটা রোড, কলকাতা-৭০০০১৪ ঠিকানায় তাঁহাদের নামে লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারোও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় কাউন্সিল অফিসে জানাইতে পারেন। জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, ১) থানা-দাসপুর –(ক) কনিকা চানক, সাং-বেনাই, (খ) কৃষকালি বেরা, সাং-সারকন্ডচক। ২) থানা- কেশপুর – (ক) মানস সাঁতরা, সাং-পালংপুর, (খ)সিদ্দিক হাসান মল্লিক, সাং-আমুড়িয়া।

Adhir Manna (President)
A.I.L.C.F
West Bengal State

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার বিধান ঘোষ পিতা মৃত ভক্তি রাম ঘোষ সাং নতুন আনন্দবাস ও মধুসুদন সেন পিতামৃত সুধীর সেন মুকুন্দপুর উভয়ের থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ২২নং ব্রহ্মনগর মৌজার এল আর-৮৭২ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৮৩/৩৯৭ নং দাগের ১.৫৩ শতক ও এল আর ৮৭৩ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৮৩/৩৯৭ নং দাগের ১.৫৩শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২৫/১০/২০১৭ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১০৭৩১০৮নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং-নতুন ঘোলা পাড়া ও গৌরনগর উভয়ের থানা নবদ্বীপ জেলা-নদীয়া নিবাসী চাঁদু ঘোষ পিতা মৃত পটল ঘোষ ও বিকাশ বিশ্বাস পিতা-মৃত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস-এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-২৯/০১/২০২১ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ২৯৯ নং দলিল দ্বারা সাং-চরস্বরূপগঞ্জগাদিগাছা থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া নিবাসী বুদ্ধ মজুমদার পিতা মৃত কানাই মজুমদার -কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি বিশ্বরূপ সূত্রধর পিতা মৃত অবনী সূত্রধর সাং নবদ্বী প প্রাচীন মায়াপুর ষষ্ঠ লেন জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫ নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর-২৮৪৭৩ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৬১৭৭ নং দাগের ১.৬৫শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ০৮/০১/২০২৪ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৩নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং-প্রাচীন মায়াপুর সপ্তম লেন, নবদ্বীপ জেলা-নদীয়া নিবাসী ননী গোপাল মন্ডল পিতা-মৃত শান্তি রঞ্জন মন্ডল-এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-২৫/১১/২০২৫ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ৩৬৫২ নং দলিল দ্বারা সাং-প্রাচীন মায়াপুর শিমুলতলা পোস্ট ও থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া নিবাসী মলয় বিশ্বাস পিতা মনিন্দ্রবিশ্বাস -কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমরা **১)শেখর হাওলাদার** পিতা মৃত সুধীর হাওলাদার, **২) সুভাষ সূত্রধর** পিতা গণেশ সূত্রধর **৩) দিপেন্দ্র নারায়ন দে** পিতা দিলীপ কুমার দে **৪) ইস্রাফিল সেখ**, পিতা মৃত সরিফ উদ্দিন সেখ সর্বসাং ভালুকা, থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ২৫ নং পানশিলা মৌজার এল আর-২৪৯৬৬৩৪৮৭৯নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৮৩১ নং দাগের ৩.৭৫ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১৮/০৭/২০২২ তারিখে ডি এস আর নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৯৭ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং-জাহাঙ্গীরপুর থানা কোতয়ালী জেলা-নদীয়া নিবাসী **সুস্মিতা মজুমদার** স্বামী গৌতম মজুমদার ও সুমিতা মজুমদার স্বামী নির্মল মজুমদার-এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-০৭/১২/২০২২ তারিখে ডি এস আর নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ১৪৫৭৮ নং দলিল দ্বারা সাং-কানাইনগর থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া নিবাসী **গৌর পদ ভক্ত** পিতা সদানন্দ ভক্ত -কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী রজত কান্তি পাত্র** পিতা ৺সন্তোষ কুমার পাত্র, সাকিম ভঞ্জিপুর, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, মহাশয় বিগত ইং ০৫/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00839/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মুলে আমার মক্কেল **শ্রী মানিক পাল**, পিতা শ্রী মহাদেব পাল, সাকিম হিজুলী, জাগলগড়ী, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং 24/09/2025 তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03817/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে **১)শ্রীমতী আরাধনা পাল** স্বামী শ্রী মিলন পাল, **২)শ্রীমতী মৌসুমী পাল** স্বামী শ্রী মানিক পাল, উভয়ের সাকিম হিজুলী, জাগলগড়ী, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয়াদ্বয়কে ০৭ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা হরিপাল, ৬৮ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২০৪৩ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২২ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ২১ শতক তন্মধ্যে ০.৩৬১৭ অংশে ০৭ শতক সম্পত্তি অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **১)শ্রীমতী আরাধনা পাল** স্বামী শ্রী মিলন পাল, **২)শ্রীমতী মৌসুমী পাল** স্বামী শ্রী মানিক পাল, মহাশয়াদ্বয় তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, মোকাম- তেহট্ট, সিভিল জজ (জুনি.ডি.ভি.) আদালত।
সাকসেশন কেস নং- ৯/২০২৩
দরখাস্তকারী:- আপিয়া সেখ দিং, বনাম প্রতিপক্ষ:- হাসান সেখ
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, জাকের আলি সেখ, পিতা-মৃত ফজল সেখ, সাং সাং-চকবিহারী, পোঃ-নতিপোতা, থানা-পলাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া গত ইং-০৭/০৪/২০২৩ তারিখে জাকের আলি সেখ পরলোক গমন করেন। উক্ত জাকের আলি সেখ তাহার জীবদ্দশায় NADIA DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD TEHATTA BRANCH-এ একটি Account খোলেন। যাহার নং-১১১০০৮২৯১৬০৪, গত ইং-০৩.১০.২০২৩ তারিখে যাহার outstanding balance ছিল ২৮,৯৯৯ টাকা, উক্ত ব্রাঞ্চে উক্ত জাকের আলি সেখ অপর দুইটি ১১১২০৮৩১৪০৬৬ ও ১১১০০৮৩১৪০৫৫ নং ফিক্সড ডিপোজিট করিয়াছিলেন। যাহাতে গত ইং-০৩/১০/২০২৩ তারিখে যথাক্রমে ৩,৪৭,৫৭০/-ও ২,৯৯,৯৪৩/- টাকা ব্যালান্স হিসাবে ছিল। উক্ত ব্রাঞ্চে জাকের আলি সেখ অপর একটি ক্যাস সার্টিফিকেট যাহার নং-১১১০০৮৩৯২০৫৬ করিয়াছিলেন। যাহাতে গত ইং-০৩/১০/২০২৩ তারিখে ৩,৪৮,৯১৫ টাকা ব্যালান্স হিসাবে ছিল। জাকের আলি পরলোক গমন করিলে তাহার স্ত্রী আপিয়া সেখ, পুত্র আসাদুল সেখ এবং হাসান সেখ এবং দুই কন্যা কাকিলা সেখ ও চাদুনী সেখ ওয়ারীশ হিসাবে বিদ্যমান থাকেন। পরবর্তী কালে কাকিলা সেখ তাহার স্বামী পনজাতন সেখ ওরফে পঞ্চত সেখ ও পুত্র রফিকুল সেখকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। এক্ষনে NADIA DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD TEHATTA BRANCH-থেকে উক্ত ১০,২৫,৪২৭/- টাকা মঃ-দশ লক্ষ সাতাশ হাজার চার শত সাতাশ টাকা তুলিবার জন্য মৃত জাকের আলি সেখ এর ওয়ারীশগনের মধ্যে প্রতিপক্ষ হাসান সেখ ছাড়া অন্যান্যরা মোকাম-তেহট্ট, সিভিল জজ (জুনি.ডি.ডি.) আদালতে -৯/২০২৩ নং একটি মিস সাকসেশন মোকাদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন স্বার্থ ও অধিকার বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

নিবেদন ইতি- সুজিত কুমার রজক, সেরেস্তাদার, সিভিল জজ (জুনি.ডি.ভি.) আদালত, তেহট্ট, নদীয়া।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৩০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে জানুয়ারি, ১১ ই মাঘ, রবিবার। সপ্তমী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জাতীয় কন্যাসন্তান দিবসে বাংলার মেয়েদের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় কন্যাসন্তান দিবসে বাংলার ও দেশের সব কন্যাকে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় তিনি লেখেন, কন্যারা সমাজের ভবিষ্যৎ স্থপতি। বাংলায় কন্যাসন্তানকে শুধু একদিন নয়, বছরের প্রতিটি দিন এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে উদ্‌যাপন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই যাত্রার সূচনা কন্যাশ্রী প্রকল্প দিয়ে। বাল্যবিবাহ রোধ ও মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহ দিতে কন্যাশ্রীর মাধ্যমে এতদিন এক কোটি মেয়েকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। স্কুলে যাতায়াত সহজ করতে সবুজ সাথী প্রকল্পে প্রতিটি ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি শিক্ষাশ্রী, ঐক্যশ্রী, মেধাশ্রী, তারুণ্যের স্বপ্নের মতো প্রকল্প, বিনামূল্যের পাঠ্যবই, ইউনিফর্ম, জুতো ও মিড-ডে মিলের ব্যবস্থার কথাও তুলে ধরেন তিনি। বিয়ের সময়ে এককালীন আর্থিক সহায়তা রূপশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া হয় বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর দাবি, বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ২১ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পে মাসিক নগদ সহায়তা পাচ্ছেন। পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা বিমার ব্যবস্থাও রয়েছে বলেও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আজ বাংলার কন্যারা বিজ্ঞান গবেষণাগার থেকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামঞ্চ পর্যন্ত নিজেদের সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি বলেন, সরকার এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ, যেখানে মেয়েরা স্বাধীনভাবে শ্বাস নিতে, নির্ভয়ে শিখতে এবং দৃঢ়ভাবে নেতৃত্ব দিতে পারে। জাতীয় কন্যাসন্তান দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তায় একদিকে যেমন রাজ্য সরকারের সামাজিক প্রকল্পের ছবি উঠে এসেছে, তেমনই মেয়েদের ক্ষমতায়ন নিয়ে রাজনৈতিক বার্তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিদায়ের সুর... জাজেস ঘাটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

ভোট লুঠ ছাড়া মমতা ব্যানার্জির কাছে বিকল্প কোনও পথ নেই: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোট লুঠ ছাড়া মমতা ব্যানার্জির বিকল্প কোনও পথ নেই। শনিবার সন্ধেয় হাজিনগর এমসি মিত্র রোডে শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর সাফ বক্তব্য, এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বাংলায় যেভাবে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাতে নির্বাচন কমিশনকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। পাশাপাশি বাংলায় আধা সামরিক বাহিনী নামানোর দরকার আছে। তিনি দাবি করলেন, রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির জন্য নির্বাচন কমিশনকে সুপারিশ করা উচিত। প্রসঙ্গত, দত্তপুকুর থানার বারাসতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত ময়নাগদি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো করতে বাধা পেতে হয়েছে। পড়ুয়ারা জাতীয় সড়কের ধারে সরস্বতী পুজো করেছে। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, আগামীদিনে সমস্ত পুজোয় বাধা আসবে। তাই সনাতনীদের লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে। অন্যথায় আগামীদিনে সনাতন ধর্মকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। প্রসঙ্গত, এদিন সন্ধেয় হাজিনগর এমসি মিত্র রোডে বিশিষ্ট সমাজসেবী পরশুরাম সিংয়ের ১৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অসহায় মানুষজনকে শীতবস্ত্র উপহার দেওয়া হয়েছে। সেবামূলক কর্মকাণ্ডের অন্যতম উদ্যোক্তা প্রয়াত সমাজসেবীর পুত্র অজিত সিং। উক্ত সেবামূলক কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন দলের ব্যারাকপুর জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সন্তোষ রায়, বীজপুর-৪ মণ্ডল সভাপতি অমিত চৌবে, ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং, বীজপুরের যুব নেতা সুদীপ্ত দাস, রবিশঙ্কর সিং, রামকুমার সিং, লাল মোহন পাণ্ডে-সহ বিশিষ্ট জনেরা।

আসুস ল্যাপটপের এক্সক্লুসিভ অফার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তাইওয়ানের টেক জায়ান্ট আসুস, তাদের বিস্তৃত ল্যাপটপ জুড়ে আকর্ষণীয় অফার দিয়ে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের চেতনা উদযাপন করছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের সেলের অংশ হিসেবে, গ্রাহকরা হাই-পারফরম্যান্স গেমিং মেশিন থেকে শুরু করে মসৃণ এবং হালকা ওজনের উপাদানশীল ডিভাইস পর্যন্ত অত্যাধুনিক আসুস ল্যাপটপের মাধ্যমে তাদের ডিজিটাল এক্সপেরিয়েন্স আপগ্রেড করতে পারবেন। অফারগুলি আসুসের জনপ্রিয় প্রোডাক্ট লাইন-অ্যাপগুলিতে বিস্তৃত, যার মধ্যে রয়েছে রোগ, টাফ, ভিভোবুক এবং জেনবুক সিরিজ।

সীমিত সময়ের এই উৎসবের সেল চলাকালীন, গ্রাহকরা নির্বাচিত আসুস ল্যাপটপে ১৯ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয় উপভোগ করতে পারবেন, যা উন্নত প্রযুক্তি এবং সর্বোত্তম পারফরম্যান্সে বিনিয়োগের জন্য এটি একটি আদর্শ সময়। এই বিশেষ প্রজাতন্ত্র দিবসের অফারগুলি ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত রিলায়েন্স ডিজিটাল, ক্রোমা এবং বিজয় সেলস সহ শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিক্স রিটেল চেইনগুলিতে পাওয়া যাবে।

দ্য সিএজি স্কুলে পালিত সরস্বতী পুজো

কলকাতা ২৩ জানুয়ারি: দ্য সিএজি স্কুল প্রাঙ্গণে ভক্তি ও উৎসাহের সঙ্গে পালিত হল বিদ্যা, বুদ্ধি, সংগীত ও কলার দেবী মা সরস্বতীর পুজো। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিচালন সমিতির সদস্যরা একত্রে দেবীর আরাধনায় অংশ নিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

বিদ্যালয়ের সভাগৃহ ফুল, আলপনা ও মনোরম সাজসজ্জায় সুসজ্জিত করা হয়। সকালে পুরোহিতের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পুজোর সূচনা হয়। এই উপলক্ষে ট্রাস্টি ও যুগ্ম সম্পাদক চন্দ্রেশ মেঘানি ও পরিমল আজমেরা, প্রধান শিক্ষক জিমি সাহনি, জয়দীপ মুখার্জি, সোনাল জাগানি, প্রীতি পাল-সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন।

রোজগার মেলা ঘিরে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে চাকরির দাবিতে যুবসমাজ যখন দীর্ঘদিন ধরে রাজপথে আন্দোলনে সরব, ঠিক সেই প্রেক্ষাপটেই তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করল বিজেপি। রোজগার মেলা ঘিরে বিজেপির অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের ব্যর্থতা ও দুর্নীতির ফলেই চাকরিপ্রার্থীরা ন্যায্য নিয়োগ থেকে বঞ্চিত।

বিজেপির বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে কেন্দ্র সরকার স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে দেশজুড়ে ৪৫টি স্থানে একযোগে রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির রাধাবাড়ির এসএইচকিউ, বিএসএফ শিলিগুড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার যুবক-যুবতীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন।

ড. সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্য, যেখানে রাজ্য সরকার চাকরি দিতে ব্যর্থ, সেখানে কেন্দ্র সরকার কাজের সুযোগ তৈরি করছে। এই পর্বে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও সরকারি সংস্থায় ৬১ হাজারেরও বেশি তরুণ-তরুণীকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। বিজেপির দাবি, এই রোজগার মেলা প্রমাণ করছে; রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তব কর্মসংস্থানই যুবসমাজের আসল চাহিদা।

নির্দেশ অমান্য মানেই শাস্তি, এসআইআর ঘিরে বিএলওদের বিরুদ্ধে কড়া কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে এসে বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) একাংশের ভূমিকা নিয়ে কার্যত ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশন। গাফিলতি, অসদাচরণ এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগে কমিশনের নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করা হয়েছে বলে জানিয়ে এবার কড়া বার্তা দিল ইসি।

পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশজুড়ে ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চলা এসআইআর নিয়ে শনিবার সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের (সিইও) কাছে চিঠি পাঠিয়েছে কমিশন। সেই চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, নির্দেশ অমান্য করলে দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। অবাধ্য বিএলও-দের বিরুদ্ধে জেলাস্তরের নির্বাচনী আধিকারিকরা (ডিইও) সাময়িক বরখাস্তের সুপারিশ করতে পারবেন।

শুধু তাই নয়, জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩২ নম্বর ধারায় প্রয়োজন হলে বিএলওদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের পথও খোলা রাখা হয়েছে। ডিইও কিংবা রিটার্নিং অফিসারদের রিপোর্টের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিএলও-র বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে সিইও-দের হাতে। এই প্রেক্ষিতে 'তৃণমূলপন্থী ভোটকর্মী ও বিএলও ঐক্য মঞ্চ'-এর সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, তৃণমূল স্তরে কাজ করেন বিএলও -রা। সব দায় তাঁদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। অথচ উচ্চস্তরের আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কমিশনের এই কড়া অবস্থান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১১ মাঘ ১৪৩২, রবিবার

নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পকে ডিজিটাল কাঠামোয় আনার উদ্যোগ রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল কাঠামোর মধ্যে আনার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার। আধিকারিকদের বক্তব্য, একাধিক প্রকল্প ও প্রকল্পভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কারণে বর্তমানে নজরদারিতে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় একটি একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রকল্পের অগ্রগতি, দেরি হওয়া কাজ কিংবা প্রযুক্তিগত সমস্যার উপর তাৎক্ষণিক নজর রাখা যাবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই ডিজিটাল ব্যবস্থায় প্রতিটি প্রকল্পের অবস্থান জিও-ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে মানচিত্রে দেখা যাবে। ইন্টারঅ্যাকটিভ ম্যাপে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র বা অন্যান্য নবীকরণযোগ্য শক্তি স্থাপনার অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা এক নজরে বোঝা যাবে। আধিকারিকরা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি, রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য ও পরিদর্শনের রিপোর্ট সরাসরি আপলোড করতে পারবেন। সেই তথ্য স্বয়ংক্রিয় ভাবে যুক্ত হবে কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ডে।

রাজ্যের এক আধিকারিক জানান, প্রকল্পের কাজ বাস্তবে কতটা এগোল, তা যাচাই করতে আর কেবল কাগজের রিপোর্টের উপর নির্ভর করতে হবে না। জিও-ট্যাগ করা ছবি ও পরিদর্শনের রিপোর্ট দেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এর ফলে জবাবদিহি বাড়বে এবং গাফিলতি কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় রিপোর্ট তৈরি ও তথ্য বিশ্লেষণের সুবিধাও রাখা হচ্ছে। কোন জেলা বা কোন প্রকল্পে কাজ পিছিয়ে রয়েছে, কোথায় উৎপাদন বা রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা হচ্ছে, তা সহজেই চিহ্নিত করা যাবে। সেই অনুযায়ী দ্রুত সংশোধনী পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ থাকবে প্রশাসনের হাতে।

এ ছাড়াও, নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি বা প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিলে তা নথিভুক্ত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ফল্ট-রিপোর্টিং ও টিকিটিং ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনাও রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করাই লক্ষ্য। এতে প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা।

নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্যের নবীকরণযোগ্য শক্তি সংক্রান্ত একটি বিশেষ সংস্থার মাধ্যমেই এই ডিজিটাল প্রকল্পটি কার্যকর করা হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন, বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় এবং সার্বিক নজরদারির দায়িত্ব থাকবে তাদের উপর।

নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ বলে প্রশাসনিক মহলের দাবি। ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজ্যে সৌরবিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিচ্ছন্ন শক্তি প্রকল্পের গতি আরও বাড়বে বলেই আশা করছে রাজ্য সরকার।

ভোটারদের হয়রানি চলবে না, বুথে বুথে ‘ভোট রক্ষা’ কমিটির নির্দেশ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ তালিকা প্রকাশের প্রস্তুতি যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, তখনই সংগঠনকে আরও আক্রমণাত্মক করতে মাঠে নামলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রাজ্যের সমস্ত বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে একাধিক কড়া বার্তা দেন তিনি।

বৈঠকে অভিষেক স্পষ্ট নির্দেশ দেন, তালিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বুথ প্রেসিডেন্ট ও বিএলএ-দের নিয়ে ‘ভোট রক্ষা’ কমিটি গঠন করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, ভোটারদের হয়রানি চলবে না। চূড়ান্ত তালিকা না হওয়া পর্যন্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই দলের দায়িত্ব। রবিবার জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে ব্লক স্তরে প্রতিবাদ মিছিলের ডাকও দেন তিনি। এদিনের বৈঠকে কেন্দ্রভিত্তিক ‘ওয়ার রুম’ নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন অভিষেক। অভিযোগ করেন, কিছু বিধায়ক ও সাংসদ সেখানে নিয়মিত সময় দিচ্ছেন না। সাফ হুঁশিয়ারি; আপনারা যদি নিজের কাজ না করেন, দল আপনাদের পাশে থাকবে না। ক্ষুব্ধ অভিষেকের কথায়, আপনাকে যদি কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়, আর আপনি ভাবেন কাজ করবেন না, তিনি এমএলএ হোন বা এমপি, যেই হোন না কেন, আপনি যদি নিজের দায়িত্ব পালন না করেন, দল আপনার পাশে দাঁড়াবে না। সংসদের অধিবেশনে এক-দু’দিন যান, বাকি সময়টা নিজের এলাকায় কাটান। আত্মতুষ্টি আর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কোনও জায়গা নেই। শুনানি কেন্দ্রে বিএলএ-দের উপস্থিতি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তৃণমূলের টানাপোড়েনের কথাও তুলে ধরেন তিনি। অভিষেক বলেন, নির্বাচন হোয়াটসঅ্যাপে হয় না। আমরা প্রতিরোধ করেছি। পাশাপাশি, ‘লক্ষ্মী এল ঘরে’ তথ্যচিত্র প্রচারে মহিলা মোর্চাকেও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নেতাজির জন্মদিনেই দেশবিরোধী মন্তব্যের অভিযোগে মমতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে যখন দেশজুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ‘দিল্লি চলো’ স্লোগান নতুন করে স্মরণ করা হচ্ছিল, ঠিক সেই দিনেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক ঝড় উঠল বাংলায়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী নেতাজির ঐতিহাসিক আহ্বানকে বিকৃত করে দিল্লিকে ‘ষড়যন্ত্রের শহর’ আখ্যা দিয়েছেন।

শুভেন্দু অধিকারীর কড়া মন্তব্য, নেতাজির জন্মদিনে দেশের রাজধানীকে অপমান করা শুধু রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য নয়, এটি জাতীয় আবেগে সরাসরি আঘাত। তাঁর দাবি, দিল্লিকে কলঙ্কিত করা মানে ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোকেই প্রশ্নের মুখে ফেলা। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, রাজ্যের দুর্নীতি, বেকারত্ব এবং আইনশৃঙ্খলার ভাঙন ঢাকতেই মুখ্যমন্ত্রী বারবার ‘দিল্লি-বিরোধী’ সুরে কথা বলেন। রাজ্যে প্রশাসনিক ব্যর্থতার দায় দিল্লির ঘাড়ে চাপানো পুরনো অভ্যাস, কিন্তু নেতাজির স্লোগানের সঙ্গে তা জুড়ে দেওয়া নৈতিকভাবে অপরাধ, বলেন তিনি। শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, নেতাজির আদর্শেই বাংলার মানুষ এই শাসনের অবসান ঘটাবে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট; এই বিতর্ক নিছক রাজনৈতিক নয়, জাতীয় সম্মান ও ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষার লড়াই।

চোর ধরো অভিযান শুরু ঘর থেকে, তৃণমূলের অন্দরেই বিদ্রোহের সুর, সুকান্তর আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচন এখনও কিছুটা দূরে। কিন্তু তার আগেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শাসকদলের অন্দরমহল থেকে উঠে আসছে অস্বস্তিকর ছবি। তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ কর্মী-সমর্থকরাই প্রকাশ্যে নিজেদের দলের বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলছেন। এই প্রবণতাকে স্বাগত জানিয়ে প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কটাক্ষ করে বলেন, ঘর থেকেই যখন চোর শনাক্ত হচ্ছে, তখন শাসনের ভিত নড়বড়ে হওয়াই স্বাভাবিক। সুকান্তর দাবি, গ্রাম থেকে শহর; সর্বত্র তৃণমূলের একাংশ নেতা দুর্নীতি ও লুঠপাটে নতুন নতুন নজির গড়ছেন। তাঁর কথায়, প্রতিদিন আগের দিনের চুরির রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড তৈরি হচ্ছে। এতে সাধারণ তৃণমূল সমর্থকরাও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এই আবহেই নারায়ণগড়ের ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সেখানেই তৃণমূলের দলীয় কর্মীরাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন। স্থানীয় বিধায়ক সূর্যকান্ত অট্টকে লক্ষ্য করে ওঠা ‘চোর চোর’ স্লোগানকে সুকান্ত ব্যাখ্যা করেন শাসকদলের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতীক হিসেবে। তাঁর মন্তব্য, দুর্নীতির ভারে তৃণমূল আজ নিজের পায়েই কুড়ুল মারছে।

বিজেপি সভাপতির হুঁশিয়ারি, আজ নারায়ণগড়ে যা শুরু হয়েছে, কাল তা গোটা রাজ্যে প্রতিধ্বনিত হবে। এই বক্তব্যে স্পষ্ট, নির্বাচনের আগে তৃণমূলের জন্য লড়াইটা শুধু বিরোধীদের সঙ্গে নয়; নিজেদের ঘর সামলানোই বড় চ্যালেঞ্জ।

একজনও বাদ যাবে না, মাধ্যমিকের মুখে অ্যাডমিট সঙ্কটে খুলছে এনরোলমেন্ট পোর্টাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক এক সপ্তাহ আগে অ্যাডমিট কার্ড ঘিরে জট কাটাতে বড় ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। বিদ্যালয়ের গাফিলতিতে যে সব যোগ্য পরীক্ষার্থী ২০২৬ সালের মাধ্যমিকের এনরোলমেন্ট ও অ্যাডমিট কার্ড থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের জন্য ফের অনলাইন পোর্টাল খোলা হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, একজন পরীক্ষার্থীও যাতে সুযোগ হারায়, সেই দায়িত্ব নিয়েই এই সিদ্ধান্ত। শনিবার এক্স মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দ্রুত পদক্ষেপ করেছে। সেই অনুযায়ী ২৭ জানুয়ারি দুপুর ১২টা থেকে ২৮ জানুয়ারি দুপুর ১২টা পর্যন্ত পুনরায় চালু থাকবে অনলাইন এনরোলমেন্ট পোর্টাল। উদ্দেশ্য একটাই; প্রশাসনিক ত্রুটির খেসারত যেন ছাত্রছাত্রীদের দিতে না হয়।

ব্রাত্য বসুর বক্তব্য, বিদ্যালয়ের ভুলে কোনও যোগ্য পড়ুয়া পরীক্ষায় বসার অধিকার হারাবে না। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেছেন, ভবিষ্যতে স্কুল কর্তৃপক্ষের এমন গাফিলতি ঠেকাতে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ২ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা ৪৫ থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত পরীক্ষা হবে, প্রথম ১৫ মিনিট থাকবে প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য। শেষ মুহূর্তে এই সিদ্ধান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে বহু পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক।

রেড রোডে মহড়ার মাঝেই বেপরোয়া গাড়ির প্রবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের মহড়া চলাকালীন রেড রোডে শনিবার সকালের ঘটনায় ফের চরম উদ্বেগ ছড়াল। প্রায় এক দশক আগের রক্তাক্ত স্মৃতি উসকে দিয়ে খিদিরপুর দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির বিলাসবহুল গাড়ি একের পর এক ব্যারিকেড ভেঙে মহড়ার এলাকার দিকে এগোতে থাকে। ২০১৬ সালে বায়ুসেনা জওয়ান অভিমন্যু গৌড়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার ছায়া যেন ফের ফিরে এল শহরের প্রাণকেন্দ্রে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ কর্তব্যরত পুলিশ বারবার গাড়িটি থামানোর চেষ্টা করলেও চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এগিয়ে যায়। অতিরিক্ত ব্যারিকেড থাকায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। শেষ পর্যন্ত গাড়িটি থামতেই ভেতরে থাকা একাধিক আরোহীকে আটক করে ময়দান থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, ঘটনার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মদ্যপ অবস্থার বিষয়টিও পরীক্ষা করা হচ্ছে। হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও প্রশ্ন উঠছে; এত কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও এই অনুপ্রবেশ কীভাবে সম্ভব হল? প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া গাড়িটির বিমা এবং দূষণের শংসাপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। বৈধ নথি ছাড়াই গাড়িটি চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

অন্যদিকে, রেড রোডে জোরকদমে চলছে কুচকাওয়াজের মহড়া। সেনা, আধাসেনা ও বিভিন্ন বাহিনীর সমন্বয়ে নির্ধারিত সময়সূচি মেনে প্রতিদিন ভোর থেকে শুরু হচ্ছে প্রস্তুতি পর্ব। শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা এবং নিরাপত্তা; এই তিন বিষয়কে সামনে রেখেই চলছে মহড়ার প্রতিটি ধাপ।

পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে খবর, সাধারণ মানুষের যাতায়াত যাতে বিঘ্নিত না হয়, সে জন্য নির্দিষ্ট সময়েই মহড়া সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, রেড রোডে মহড়া মানেই সর্বোচ্চ সতর্কতা। কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে না। মহড়ার সময় গোটা এলাকা ঘিরে কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। একাধিক প্রবেশ ও প্রস্থান পথে নিয়ন্ত্রণ, নজরদারিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বাহিনীগুলির মধ্যে সমন্বয়; সব মিলিয়ে প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না প্রশাসন।

অন্যদিকে, কুচকাওয়াজে অংশ নেওয়া বাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও চরম তৎপরতা চোখে পড়ছে। এক অংশগ্রহণকারী বলেন, এই মহড়া শুধু অনুশীলন নয়, দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে তাই রেড রোড যেন পরিণত হয়েছে শৃঙ্খলা আর দেশাত্মবোধের মিলনমঞ্চে।

নিপা-সতর্কতায় আলিপুর চিড়িয়াখানার বাদুড়ের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুর: নিপা ভাইরাস নিয়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি খতিয়ে দেখতে আলিপুর চিড়িয়াখানার বাদুড়দের উপর বিশেষ নজরদারি শুরু হয়েছে। ভোরের আলো ফোটার আগেই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজির বিশেষজ্ঞ দল বাদুড়দের রক্ত ও সোয়াবের নমুনা সংগ্রহ করে। আরটি-পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসের উপস্থিতি রয়েছে কি না, তা যাচাই করা হবে।

স্বাস্থ্য দপ্তর ও আইসিএমআর-এর যৌথ উদ্যোগে এই পরীক্ষা চলছে। সহযোগিতায় রয়েছে রাজ্য বনদপ্তর। রাজ্যের মুখ্য বন্যপ্রাণ সংরক্ষক সন্দীপ সুন্দ্রিয়ালের বক্তব্য, বাদুড় ধরার জন্য অনুমতি প্রয়োজন। স্বাস্থ্য দপ্তর আবেদন করেছিল, আমরা তা মঞ্জুর করেছি। তিনি আরও জানান, যেখানে যেখানে বাদুড়ের বসতি রয়েছে, সেখানেই নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। দর্শনার্থীদের প্রবেশের আগেই সমস্ত নমুনা সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্ট পেতে কয়েকদিন সময় লাগবে। আপাতত প্রশাসনের বার্তা একটাই; নজরদারি কড়া, কিন্তু আতঙ্ক নয়।

৭৪তম বার্ষিক ডোভার লেন সংগীত সম্মেলনে সংগীত সম্মান পুরস্কার প্রদান করা হল কণ্ঠশিল্পী ডঃ অজয় পোহঙ্করকে। এদিন উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সৌরভ বসু, ডোভার লেন সংগীত সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক শ্রী সঞ্জয় বুধিয়া, ডোভার লেন সংগীত সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক মনোতোষ মুখার্জি। এছাড়া সারেঙ্গিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য এ বছর তরুণ প্রতিভার হিসেবে ক্যারিং মাইন্ডস আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাবেন মিঃ আমান হুসেন।

মাঘের শুরুতেই শীত বিদায়ের আভাস বাংলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাঘ মাস পড়তেই বাংলার শীতে বদলের সুর। জাঁকিয়ে ঠান্ডার বদলে এখন রাজ্যজুড়ে কুয়াশা আর হালকা শীতই প্রধান ভরসা। সরস্বতী পুজোর সকালে ঠান্ডার মৃদু ছোঁয়া মিললেও, শীতের আগের সেই কাঁপুনি আর নেই; এমনটাই জানাচ্ছে আবহাওয়ার ইঙ্গিত। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী এক সপ্তাহে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকায় দৃশ্যমানতা কমতে পারে, তবে আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। এক আবহাওয়া আধিকারিকের কথায়, এই মুহূর্তে শীতের জোরালো প্রত্যাবর্তনের কোনও ইঙ্গিত নেই। শনিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল ১৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। শুক্রবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয়েছিল ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.২ ডিগ্রি কম। শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল কল্যাণী, যেখানে পারদ নেমেছিল ১০ ডিগ্রিতে। উত্তরবঙ্গের সমতলে পুণ্ডিবারিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.১ ডিগ্রি। পাহাড়ে অবশ্য শীতের দাপট স্পষ্ট; দার্জিলিংয়ে পারদ নেমেছে ৩.২ ডিগ্রিতে, সঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা। সব মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গে শীত বিদায়ের ইশারা স্পষ্ট হলেও, উত্তরবঙ্গে ঠান্ডা আরও কিছুটা সময় থিতু থাকার সম্ভাবনাই জোরালো।

জগদ্দলে যুবক খুনে ধৃত ৩

যুবককে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে, অভিযোগ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দলের মেঘনা মোড় সন্নিহিত ১৮ নম্বর গলি থেকে শুক্রবার বেলায় এক যুবকের হত্যাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়ার পানিট্যাঙ্ক এলাকার বাসিন্দা মৃত যুবকের নাম ইশিতয়াক আহমেদ ওরফে বাবলু (৩৯)। সূত্র বলছে, মৃত যুবকের নিয়মিত ওই এলাকায় যাতায়াত ছিল। অভিযোগ উঠেছে, গারুলিয়ার বাসিন্দা ইশিতয়াককে মেঘনা মোড়ের ১৮ নম্বর গলিতে পিটিয়ে মারা হয়েছে। যদিও স্থানীয়রা ভয়ে মুখ খুলতে নারাজ। অভিযোগ, চুপিসারে ওই যুবককে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যদিও চিকিৎসকরা ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেছে। তবে এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব পুরো নিশ্চুপ রয়েছেন। যদিও শনিবার মুখ খুলেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে টুইট করে প্রাক্তন সাংসদ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সুর চড়িয়েছেন। টুইটে তিনি উল্লেখ করেছেন, মূল অভিযুক্ত তাঁর বাড়ির সামনেই অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ পুলিশ নাকি ওকে খুঁজেই পাচ্ছে না। সামাজিক মাধ্যমে তিনি ঘটনায় জড়িত নমিত সিং, মৃত্যুঞ্জয় সিং-সহ ২৪ জনের নাম তুলে ধরেছেন। এমনকী ঘটনায় জড়িতদের তিনি কঠোর শাস্তির দাবিও করেছেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁর অভিযোগ, গারুলিয়ার বাসিন্দা ইশিতয়াক নামে ওই যুবককে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। তিনি জানান, মৃত যুবক মৃদু মানসিক বিকারগ্রস্ত ছিলেন। ওঁর এক ভাই সিআইএসএফে চাকরি করেন। প্রাক্তন সাংসদের অভিযোগ, প্রথমে ওই যুবককে অকল্যান্ড মিল চত্বরে পেটানো হয়। তারপর সেখান থেকে তাঁর পুরনো বাড়ির ঠিক সামনে ১৮ নম্বর গলিতে ওকে তুলে আনা হয়। সেখানে নমিত সিংয়ের ঠাকুরদার একটা পুরনো বাড়ি আছে। যেটা এখন ‘টর্চার চেম্বার’ অর্থাৎ নির্যাতন কক্ষে পরিণত হয়েছে। ওখানে ইশিতয়াককে বেধড়ক পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। তাঁর দাবি, স্থানীয় কাউন্সিলর সুনিতা সিংয়ের পুত্র নমিত এবং তাঁর দলবল কোনও মিল কিংবা কলকারখানা থেকে লোহা চুরি করে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল। সেই লোহা-লক্কর হয়তো গারুলিয়ার ওই যুবক চুরি করেছিল। সেই কারণে ওকে ধরে এনে

পেটানো হয়েছিল। প্রাক্তন সাংসদের আরও অভিযোগ, ভাটপাড়া পুরসভার অ্যাম্বুল্যান্স করে মৃতদেহ বের করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পিটিয়ে খুনের পর নমিত সিং জগদ্দলের বিধায়কের অফিসে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এমনকী পুলিশ ঘটনাটিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, মরছে মুসলমান। আর মারছে তৃণমূল। অথচ এই মুসলমানরা আবার তৃণমূলের ভোট ব্যাংক। তাঁর অভিযোগ, এদিন সকাল ৭-০৫ মিনিট নাগাদ নমিত সিং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ১৮ নম্বর গলিতে দাঁড়িয়েছিল। অথচ পুলিশ নাকি ওকে খুঁজেই পাচ্ছে না। আসলে বাংলার পুলিশ এখন বেচারা পুলিশে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলারের পুত্রের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের পরিসংখ্যান তুলে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, ২০২১ সালে রাজু সাউকে হত্যা করেছিল নমিত ও তাঁর দলবল। মনোজ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তিকে পেটানো হয়েছিল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর উনি তৃণমূলে যোগদান করেন। ওখানে তরফদার সাহেবকে পেটানো হয়েছিল। তাঁর দাবি, যেহেতু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সেহেতু নমিত ও তাঁর দলবলের পিটিয়ে মারাটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। প্রাক্তন সাংসদ জানান, তাঁর বাড়ির সামনে বোমাবাজির ঘটনায় এনআইএ নমিতকে ধরেছিল। ওই ঘটনায় দু’জনের ১০ বছরের জেল হয়েছে। ওর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে মামলা চলছে। প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক গুন্ডারাজ শেষের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গুন্ডারাজ কমেনি, উল্টে ব্যারাকপুরে গুন্ডারাজ বেড়েছে। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দাবি, গত দশ দিনে ব্যারাকপুর কমিশনারেট এলাকায় তিনটি খুনের ঘটনা ঘটেছে। মাদক পাচার থেকে শুরু করে ডাকাতি, ছিনতাই, লুঠপাট ঘটনা ঘটেই চলেছে। ইদানিং পিটিয়ে খুনের প্রবণতা বেড়েছে। ১৮ নম্বর গলির ঘটনা নিয়ে শাসকদলের কেউ মুখ খুলছে না। ফের যাতে ঘটনা না ঘটে। সেদিকে নজর রেখে একপ্রকার তিনি বাধ্য হয়েই মুখ খুলেছেন। এই ঘটনা নিয়ে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, ইতিমধ্যেই পুলিশ তিনজনকে পাকড়াও করেছে। আইন আইনের পথেই চলবে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা আজাদ আলি, রাজু হাঁড়ি ও জিৎ ঘোষাল।

ভুল তথ্যেই ভোগান্তি, শুনানি নিয়ে বিএলওদের কাঠগড়ায় তুলল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) ঘিরে তৈরি হওয়া শুনানি, বিভ্রান্তিকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। প্রবীণ, শয্যাশায়ী ও বিশিষ্ট নাগরিকদের হিয়ারিংয়ে হাজির হতে হওয়াকে হাতিয়ার করে বিজেপি এবার সরাসরি দায় চাপাল বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) উপর। তাদের অভিযোগ, গোটা প্রক্রিয়ার নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূলের পরিকল্পিত ‘চক্রান্ত’।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, পরিকল্পনা করে বিএলওদের দিয়ে ভুল তথ্য আপলোড করানো হয়েছে। সেই কারণেই এমন মানুষদেরও হিয়ারিংয়ে ডাকা হচ্ছে, যাঁদের নাম নিয়ে কোনও সংশয় থাকার কথা নয়। তাঁর দাবি, বয়স্ক ও অসুস্থদের হেনস্তার পুরো দায় তৃণমূলের। বিজেপির ব্যাখ্যা, এসআইআরকে ঘিরে যত বেশি সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়বে, রাজনৈতিক ভাবে ততই লাভ হবে শাসকদলের। কারণ, এই প্রক্রিয়ার দাবিতে প্রথম থেকেই বিজেপি সরব থাকায়, মানুষের ক্ষোভ গিয়ে পড়তে পারে তাদের দিকেই; এই সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে তৃণমূল।

তবে জোড়াফুল শিবির এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর কটাক্ষ, নিয়ম করছে নির্বাচন কমিশন। বিজেপি চাইলে কমিশনকে চাপ দিয়ে প্রবীণদের বাড়িতে শুনানির ব্যবস্থা করাতে পারত। তাঁর মন্তব্য, এখন দায় এড়াতে গল্প ফাঁদা হচ্ছে। এদিকে বিজেপি জানিয়েছে, নিজেদের দলের যাঁদের হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছে, সেই তালিকাও প্রকাশ করা হবে; ‘চক্রান্ত তত্ত্ব’কে আরও জোরালো করতেই এই পদক্ষেপ।

সম্পাদকীয়

শুনানি নিয়ে কমিশনের এই ভূমিকা আরও আগেই দরকার ছিল

নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে চলছে এসআইআর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রথম থেকেই তীব্র আপত্তি জানিয়ে এসেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। শুধু আপত্তি থাকলে মিটে যেত, তারা আরও একধাপ এগিয়ে নানা ভিত্তিহীন প্রচার করে জনমানসে আতঙ্ক তৈরি করেছে। এসআইআরের পর এনআরসি করা হবে, লক্ষ লক্ষ বৈধ নাগরিককে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো হবে।মোটামুটি এই ছিল তাঁদের প্রচারের অভিমুখ। বলাবাহুল্য তাঁদের এই টানা ভিত্তিহীন প্রচারে কিছু মামুষ আতঙ্কিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। ফলে কোনও কারণে শুনানির নোটিস পেলেই তাঁরা অগ্র পশ্চাদ না দেখে আতঙ্কে ভুগছেন। এরই ফলশ্রুতি একটা সাধারণ শুনানি ও তথ্য যাচাই প্রক্রিয়া নিয়ে তোলপাড় গোটা পশ্চিমবঙ্গ। সবাই আতঙ্কিত। শুনানির নোটিস পেলেই আতঙ্ক শুরু। সেই সঙ্গে শাসকদলের ক্যাডারদের আসরে নামিয়ে দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। উদাহরণ হাতের কাছেই রয়েছে। দিনাজপুরের চাকুলিয়া, মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা। দু'জায়গাতেই হিংসাত্মক আকার নিয়েছে শুনানি কেন্দ্রের বিক্ষোভ। আসলে যতই একে আম জনতার বিক্ষোভ বলে চালানোর চেষ্টা হোক না কেন, এসবের পিছনে শাসকদলের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। এই ভাবে বারবার ব্যাঘাত ঘটছে শুনানিতে। দেরি হচ্ছে গোটা প্রক্রিয়ায়। সেখানেই প্রশ্ন, এর পিছনে অন্য কোনও খেলা নেই তো? এখানেই এবার কড়া হাতে আসরে নেমেছে কমিশন। সম্প্রতি তাঁরা জানিয়ে দিয়েছে, শুনানিতে হিংসা হলেই বাধ্যতামূলক ভাবে এফআইআর করা হবে। প্রয়োজনে বন্ধ করে দেওয়া হবে শুনানি। এমনই কড়া নির্দেশ দিয়েছে সিইও দফতর। যাকে স্বাগত জানিয়েছে মানুষই। এসআইআর ঘিরে বাড়তে থাকা উত্তেজনার আবহে রাজ্যের সমস্ত জেলা প্রশাসনের উদ্দেশে এই কড়া নির্দেশ জারি করার খুবই প্রয়োজন ছিল। কমিশন কেন এত দেরি করল, সেটাও একটা প্রশ্ন। মোদ্দা কথা, এ রাজ্যের জন্য এসআইআর প্রয়োজন। আর সেটা সুষ্ঠভাবে শেষ করার জন্য কমিশনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ফলে কমিশনের এই কড়া মনোভাব অনেক আগেই অনেক আগেই দরকার ছিল।

শব্দছক ৫৩

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. আশ্চর্য ৩. ঠান্ডা ঋতু ৬. লজ্জা পেয়েছে যে ৭. মৌমাছি যেখানে মধু সঞ্চিত রাখে ৮. ভীষমতম ১০. কারবারে পুঁজির অধিক অর্থাগম ১২. লাখ ১৩. সৌহার্দ্য বজায় রাখা ১৫. হাতের তালুর উল্টো দিক ১৭. বোকা বোঝাতে অপর শব্দ ২০. প্রভা ২১. পাখ-পাখালীর মিষ্টি স্বর ২২. ছক্কায় যোলো ঘুঁটির খেলা ২৪. সঙ্গীতে সপ্তকের প্রথম স্বর ২৫. কার্তিক ঠাকুর ২৬. শূন্যতা

ওপর-নিচ: ১. স্থির বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ২. যা দিয়ে কালিতে লেখা হয় ৩. শীতলা ঠাকুরের অধিষ্ঠিত অঞ্চল ৪. ধৌত করা ৫. এক প্রকার চীনা ফল ৯. রক্ষাকারী ১১. পূর্ণ ১৩. বক্তব্য পেশে প্রীত করা ১৪. একটা ১৬. সূর্য ১৮. শ্যামা মা ১৯. পাপ ২১. ভারতীয় এক পল্লীসঙ্গীত ২৩. সংযুক্ত বা দুয়ের মিল

সমাধান ৫২ — পাশাপাশি: ১. কদু ২. বৎসল ৪. মামা ৬. কবিয়াল ৮. সবেদা ১০. নষ্টি ১১. কাঁদন ১২. ধামসা ১৪. জিব ১৬. জরানো ১৭. আনারস ১৯. হল ২০. জীবন্মৃত ২১. সন্ত

ওপর-নিচ : ১. কনকন ২. বমাল ৩. সভাসদ ৪. মায়া ৫. গোদা ৭. বিষ্টিধারা ৯. বেনজির ১৩. মনোভাব ১৫. বসনান্ত ১৬. জটা ১৭. আহত ১৮. নাল

আজকের দিন

■ ১৮০২ — নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইতালির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন।

■ ১৯৪২ — থাইল্যান্ড ও জাপান জোট বেঁধে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

■ ২০১১ — জাতীয় ভোটার দিবস (ভারত)। নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস স্মরণে এটি পালিত হয়।

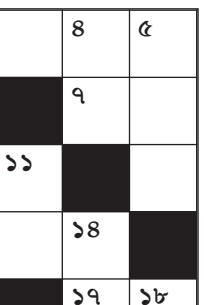

জন্মদিন

১৮২৪ *বিশিষ্ট কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিন।*

১৯৫৮ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কবিতা কৃষ্ণমূর্তির জন্মদিন।*

১৯৮৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় চেতেশ্বর পূজারার জন্মদিন।*

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

স্বাধীনতার শক্ত ভিত: পরাক্রম

বিদিশা ভট্টাচার্য

প্রতি বছর ২৩শে জানুয়ারি আসে, যায়। ক্যালেন্ডারের পাতায় দিনটি চিহ্নিত থাকে;পরাক্রম দিবস। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, আমরা কি সত্যিই এই দিনের অন্তর্নিহিত অর্থকে উপলব্ধি করতে পারি? নাকি এটি ক্রমশ আরও একটি আনুষ্ঠানিক স্মরণদিবসে পরিণত হচ্ছে? নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিনে পালিত পরাক্রম দিবস আমাদের সামনে সেই অস্বস্তিকর প্রশ্নই নতুন করে তুলে ধরে। নেতাজিকে স্মরণ করা সহজ, কিন্তু তাঁর আদর্শ বহন করা কঠিন। কারণ নেতাজির জীবন ছিল আপসহীনতার জীবন। তিনি এমন এক নেতা, যিনি সময়ের জনপ্রিয় মতের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেননি; বরং সময়কে নিজের পথে হাঁটতে বাধ্য করতে চেয়েছিলেন। পরাক্রম দিবস সেই মনোভাবেরই প্রতীক;যেখানে সাহস মানে শুধু শক্তি নয়, সাহস মানে একাকী দাঁড়ানোর দৃঢ়তা। নেতাজির পরাক্রম ছিল বহুমাত্রিক। তা কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্রিটিশ প্রশাসনের চাকরি ত্যাগ করা, কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ মতভেদের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান স্পষ্ট রাখা, আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিলতায় ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা;এই সবকিছুই তাঁর মানসিক ও নৈতিক পরাক্রমের পরিচয় দেয়। তিনি বুঝেছিলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া প্রথম শর্ত। আজ স্বাধীনতার অষ্টম দশকে দাঁড়িয়ে ভারত রাষ্ট্র হিসেবে অনেক দূর এগিয়েছে; অর্থনীতি, পরিকাঠামো, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক মর্যাদায়। কিন্তু একই সঙ্গে বেড়েছে বিভাজন, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও স্বার্থপরতা। এই বাস্তবতায় পরাক্রম দিবস নিছক অতীতচর্চা নয়; বরং আত্মসমালোচনার একটি সুযোগ। পরাক্রম শব্দটির গভীরে তাকালে দেখা যায়, এর অর্থ কেবল আঘাত হানা নয়; বরং দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যেমন পরাক্রম, তেমনই নিজের কর্তব্যে অবিচল থাকাও পরাক্রম। নেতাজি আমাদের শিখিয়েছিলেন;দেশপ্রেম মানে স্লোগান নয়, দেশপ্রেম মানে শৃঙ্খলা, ত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রম। আজকের সমাজে দেশপ্রেম প্রায়ই আবেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়;উত্তেজনায় ভরা বক্তব্য, তীব্র শব্দচয়ন, মুহূর্তের উচ্ছ্বাস। কিন্তু নেতাজির দেশপ্রেম ছিল গভীর, সংযত ও দায়িত্বশীল। তিনি জানতেন, একটি জাতিকে জাগাতে হলে শুধু আবেগ নয়, চরিত্র গঠন জরুরি। তাই তিনি যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছিলেন আত্মনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী হতে। পরাক্রম দিবস তাই বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক আজকের তরুণ প্রজন্মের কাছে। একদিকে প্রযুক্তির সুযোগ, অন্যদিকে দিশাহীনতা;এই দ্বন্দ্বের মাঝেই বড় হচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম। নেতাজির জীবন তাদের মনে করিয়ে দেয়, সুবিধা নয়;সংগ্রামই মানুষকে বড় করে। ব্যক্তিগত সাফল্যের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতাই একজন নাগরিককে পরিপূর্ণ করে তোলে। একই সঙ্গে এই দিনটি প্রশাসন, রাজনীতি ও সমাজের নেতৃত্বের কাছেও এক কঠিন প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। ক্ষমতা কি দায়িত্বের সঙ্গে ব্যবহার হচ্ছে? নৈতিকতা কি এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রে রয়েছে? নেতাজি যদি আজ থাকতেন, তবে হয়তো তিনি নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করতেন;স্বাধীনতার অর্থ কি শুধু ভোটাধিকার, নাকি ন্যায়বিচার ও মর্যাদার নিশ্চয়তা? পরাক্রম দিবস আমাদের শেখায়, স্বাধীনতা একদিনে অর্জিত হয়নি, আর একদিনেই রক্ষা করা যায় না। প্রতিদিনের কাজে, আচরণে ও সিদ্ধান্তে তাকে রক্ষা করতে হয়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সততা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ;এই সবই পরাক্রমের আধুনিক রূপ। সবচেয়ে বড় কথা, নেতাজির পরাক্রম ছিল আশা-নির্ভর। কঠিনতম পরিস্থিতিতেও তিনি বিশ্বাস হারাননি। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সৈনিক জানত, পথ কঠিন, তবুও লক্ষ্য স্পষ্ট। এই বিশ্বাসই একটি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ২৪ জানুয়ারি যখন আমরা সংবাদপত্র খুলে পরাক্রম দিবস নিয়ে লেখা পড়ি, তখন এই প্রশ্নটাই নিজেদের করা দরকার;আমরা কি কেবল স্মরণ করছি, নাকি শিখছি? নেতাজির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা হবে তখনই, যখন তাঁর আদর্শ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠবে। পরাক্রম দিবস তাই অতীতের দিকে তাকানোর দিন নয়, বরং ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর সাহসী মুহূর্ত। নেতাজির পথ কঠিন, কিন্তু সেই পথেই রয়েছে আত্মসম্মান, শক্তি ও সত্যিকারের স্বাধীনতার ঠিকানা।

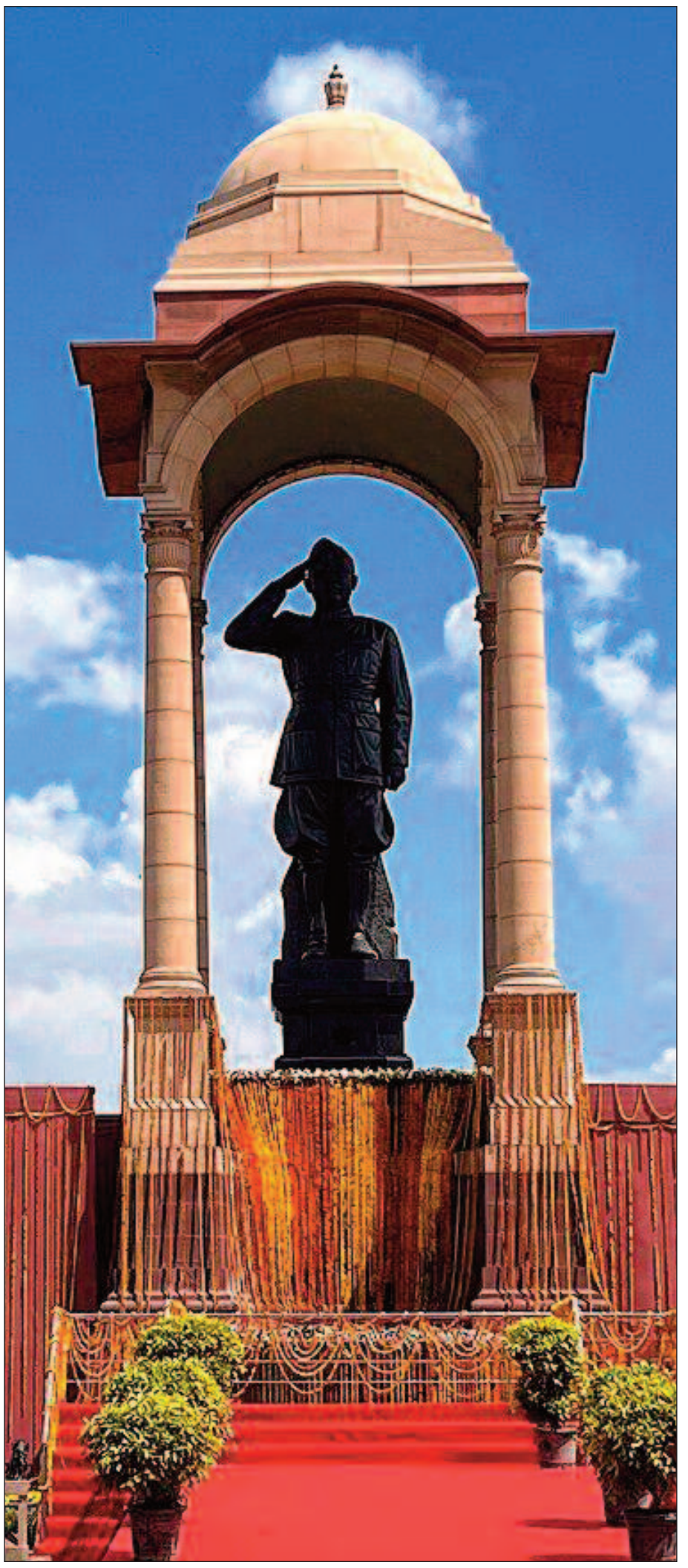

পরাক্রম দিবস নেতাজির আদর্শে আজকের ভারতের অঙ্গীকার

২৩শে জানুয়ারি সারা দেশজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো পরাক্রম দিবস। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু-এর জন্মদিন উপলক্ষে পালিত এই দিনটি কেবল স্মৃতিচারণ নয়, বরং জাতির আত্মসম্মান, সাহস ও সংগ্রামী চেতনার পুনর্জাগরণ । নেতাজি ছিলেন এমন এক নেতা, যিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে কখনও আপস করেননি। তাঁর জীবন ও আদর্শ ছিল পরাক্রমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। যখন একাংশ রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ, তখন নেতাজি দেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তিনি বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছিলেন;ভারত তার স্বাধীনতা ভিক্ষা করে নয়, ছিনিয়ে নেবে । পরাক্রম মানে কেবল শারীরিক শক্তি নয়; এর অর্থ আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস। নেতাজির নেতৃত্বে সেই পরাক্রমই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তাঁর আহ্বান; ততোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবদ;আজও প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের অনুপ্রেরণার উৎস। স্বাধীনতার এত বছর পরেও আজ দেশ নানা সামাজিক ও নৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে। দুর্নীতি, বিভাজনের রাজনীতি ও জাতীয় চেতনার অবক্ষয় আমাদের ভাবতে বাধ্য করে;নেতাজির স্বপ্নের ভারত কি আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই পরাক্রম দিবসের প্রাসঙ্গিকতা আজ আরও বেড়ে গেছে। এই দিন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, স্বাধীনতা রক্ষা করাও এক প্রকার সংগ্রাম । দেশ গঠনের কাজে আত্মত্যাগ, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ অপরিহার্য । নেতাজি যে আত্মনির্ভর, শক্তিশালী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা বাস্তবায়ন করা আজকের প্রজন্মের কর্তব্য। বিশেষ করে যুবসমাজের কাছে পরাক্রম দিবস এক স্পষ্ট বার্তা দেয়;আরাম ও নির্লিপ্ততা নয়, দেশ ও সমাজের জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণই প্রকৃত দেশপ্রেম। নেতাজির জীবন প্রমাণ করে দেয়, সাহসী নেতৃত্ব ও অটুট সংকল্প থাকলে অসম্ভবও সম্ভব হয় । পরাক্রম দিবস শেষে এই অঙ্গীকারই হোক আমাদের;নেতাজির আদর্শকে কেবল স্মরণ নয়, জীবনের কাজে বাস্তবায়ন করা । তবেই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে এবং ভারত এগিয়ে যাবে গৌরবময় ভবিষ্যতের পথে ।

কেবলমাত্র সাহিত্য পত্রিকা বিতরণের জন্য ডাক ঘর প্রতিষ্ঠার বিরল ইতিহাস

সত্যব্রত কবিরাজ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় এবং পার্শ্ববর্তী বিহার অধুনা ঝাড়খণ্ড এর বিভিন্ন এলাকায় বিশেষত শিমুলতলা এবং দেওঘর, জামতাড়া প্রভৃতি স্থানে তৎকালীন জমিদার এবং ইংরেজ এর নির্মিত অট্টালিকাগুলির স্থাপত্য, গঠন শৈলী, সেখানে কোনও মহাপুরুষের পদার্পণ ঘটেছিল ইত্যাদি বিষয়ে- ইমারত কথা বলে - শীর্ষক স্থাপত্যকীর্তির খাপছাড়া কিছু কাহিনি সংকলন পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে। লেখক অরিন্দম ঘোষ পুস্তিকাটিতে এমন আঠারোটি স্থানের বিশিষ্ট ভবনের উল্লেখ করেছেন। এরমধ্যে বিশিষ্ট বিজ্ঞান মনস্ক ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবন যেমন রয়েছে, তেমনই মহীষাশূর খ্যাত বিশিষ্ট অভূতপূর্ব চণ্ডীপাঠক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ভবন এবং ইংরেজ আমলের নীলকুঠির স্থান সহ বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই প্রয়াস খুবই প্রশংসার। তবে কালের নিয়মে সকই হারিয়ে যায়। ভারতের মতো দেশে ঐতিহ্যের কোনও মান্যতা তেমনভাবে নেই। নতুনকে স্বাগত জানানোর মধ্যেই মানবজীবনের বেঁচে থাকার রসদ লুকিয়ে থাকে।

আমডাঙ্গা করুণাময়ী কালীমন্দির এখনও তার পুরানো ঐতিহ্যের কথা প্রচার করছে। যদিও মায়ের মূর্তি মানসিংহ যশোরেশ্বরীর মূর্তি রাজস্থানের অম্বর দুর্গে প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও তিনি সেখানে নিত্যা পূজিতা। পরবর্তীতে মানসিংহ মায়ের আদেশে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে ফিরে এসে রামানন্দ গিরির নামানুসারে নদীতীরে রামডাঙ্গা পরে অপভ্রংশ আমডাঙ্গায় যশোরেশ্বরীর বিকল্প মূর্তি স্থাপন করেন।এরপর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঘন বনের মধ্যে মায়ের জীর্ণ মন্দিরের দেখা পান। তিনি পরে ৩৬৫ বিঘা নিস্কর জমি মায়ের সেবাকাজের জন্য নির্দিষ্ট করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্যোগে মন্দিরটি দ্বিতলা করা হয়। বর্তমানে দোতলায় মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এখানে রামকৃষ্ণদেব , সাধক রামপ্রসাদ দর্শন করে যান মায়ের মূর্তি।প্রতি বছর ২৫-২৬ ডিসেম্বর বাৎসারিক মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং চলে মাসভর। উত্তর ২৪ পরগনার সদর শহর বারাসত থেকে মাত্র আধ ঘণ্টার পথ আমডাঙ্গা কালী বাড়ি।

সংবাদপত্র পত্রিকা প্রেরণের জন্য খোদ কলকাতা শহরে এক ডাকঘরের জন্ম হয়। নাম অর্চনা উপ ডাকঘর, কলকাতা -৭০০০০৭, জোড়াসাঁকো পার্বতী ঘোষ লেন ও রমানাথ সাধু লেন জুড়ে থাকা তারিণীচরণ চন্দ্রের বাড়িতে শুরু হয় এই ডাকঘরের যাত্রা। কৃষ্ণদাস চন্দ্র ব্যবসায়ী হয়েও সাহিত্যানুরাগের নেশায় শুরু করেন এক পত্রিকা অর্চ্চনা। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। এই বাড়িতেই অর্চ্চনা পরিষদের আড্ডা বসত। সেখানে গিরীশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে অন্নদাশঙ্কর রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বিপিনচন্দ্র পাল, মৈত্রেয়ী দেবী, আশাপূর্ণ দেবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমূখ নিয়মিত আসতেন। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় লাখ ছাড়িয়ে গেল। পত্রিকা ছাপা হত পঁচাত্তর হাজার কপি। এহেন পত্রিকার বন্টন বড়বাজার ডাকঘরের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাই নতুন ডাক ঘরের জন্য লর্ড কার্জনকে লেখা হল। উপ ডাক ঘরের অনুমোদনে ১৯০৬ সালে ১৮ নং পার্বতী লেনে স্থাপিত হল । ১৯১৭ সালে কৃষ্ণদাস এর বন্ধু যুগরকিশোর মুখোপাধ্যায়ের ১০ নং পার্বতী ঘোষ লেনের বাড়িতে উঠে আসে। এই ডাকঘর থেকে কেবলমাত্র পত্রিকা বিতরণের কাজই চলত। শুধুমাত্র সাহিত্য পত্রিকা বিতরণের জন্য একটি ডাক ঘর প্রতিষ্ঠা এক বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করে। এমনই সব ইতিহাসের সাক্ষীর কথা সংকলন বইটিতে পাওয়া যাবে।

ইমারত কথা বলে-
প্রকাশক - ডিএম লাইব্রেরি।
লেখক : অরিন্দম ঘোষ

পুস্তক পরিচয়

চর্চাবাসর ৬০

হুগলির ধনিয়াখালী গ্রামে এককালে বহু দূর দূরান্তের দেশ থেকে সওদাগরগণ বাণিজ্য করতে আসতেন ধনিয়াখালি গঞ্জে। ধন-দৌলতের গঞ্জ ছিলো ধনিয়াখালী। হতে পারে এই অর্থে ধনিয়াখালী নামের সার্থকতা। (সূত্র-সুধীর কুমার মিত্রের হুগলি জেলার ইতিহাস)।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নীল সরস্বতীর বরেই জন্ম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের!

বনস্পতি দে

হুগলি: হুগলিতে পূজিত হন নীল সরস্বতী। এই দেবীর বরেই নাকি জন্ম হয়েছিল কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সরস্বতী বলতেই আমরা বুঝি পদ্মাসনে শ্বেত শুভ্র। কিন্তু নীল সরস্বতীর কথা জানেন না অনেকেই।

হুগলির হরিপালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভৈরব জ্ঞানানন্দ মহেশ্বর। তারাপীঠে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন তাঁরা। এরপরই হরিপালে তৈরি করেন আশ্রম। আশ্রম শুরু হওয়ার পর থেকেই নীল সরস্বতী পুজার প্রচলন হয় হরিপালের এই আশ্রমে। জ্ঞানানন্দ বাবা গত হওয়ার পরও শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথে আজও বসন্ত পঞ্চমীর তিথিতে পূজিত হন নীল সরস্বতী। কথিত আছে একমাত্র সাধু বা সাধকরাই নীল সরস্বতীর আরাধনা করতে পারেন কারণ মা তারার আর এক রূপ এই নীল সরস্বতী।

জানা যায়, মা তারার আর এক রূপ নীল সরস্বতী পুজোর প্রথম প্রচলন হয়েছিল বীরভূমের লাভপুরে। কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ১৩০৫ সালের ৮ শ্রাবণ জন্ম হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার ঠিক ১০ মাস আগে সতীপীঠ ফুল্লরার সাধক ও তান্ত্রিক রামজী গোঁসাইয়ের পরামর্শে লাভপুরের জমিদার হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী প্রভাতী দেবী নীল সরস্বতীর পূজা করেন সন্তান প্রাপ্তির আশায়। মা তারার আশীর্বাদে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিশ্বাসেই হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছেলের নাম রাখেন তারাশঙ্কর। নীল সরস্বতীর গাত্রবর্ণ নীল, সমগ্র দেহে সাপ জড়ানো। দেবীর পায়ের নীচে থাকে জটাধারী শবরূপ মহাদেব। দেবীর গলায় মুন্ড মালা, হাতে নরমুন্ড ও পরনে থাকে বাঘছাল। ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয় খিচুড়ি, লুচি, সুজি। গ্রামের প্রায় সমস্ত মানুষজন রাতে পাত পেড়ে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করেন।

দুর্নীতি-অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আরামবাগে শক্তি বাড়াচ্ছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে একের পর এক রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। সংগঠনকে আরও মজবুত করা এবং সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে পুড়শুড়া সহ আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে সক্রিয়ভাবে চলছে একাধিক আন্দোলন ও যাত্রা। বাংলা জুড়ে 'পরিবর্তন যাত্রা' থেকে শুরু করে 'বাংলা বাঁচাও অভিযান', 'কাটমানি বিরোধী আন্দোলন', 'সিন্ডিকেট বিরোধী আন্দোলন', 'আর নয় অন্যায় অভিযান', 'দুর্নীতিমুক্ত বাংলা অভিযান', 'জন বিশ্বাস যাত্রা (পশ্চিমবঙ্গ সংস্করণ)', 'ঘর ঘর বিজেপি (বাংলা কেন্দ্রিক)', 'বুথ চলো অভিযান' এবং 'কৃষক বাঁচাও অভিযান'-এর মাধ্যমে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক আক্রমণ শানাচ্ছে গেরুয়া শিবির।এই সমস্ত কর্মসূচির মাধ্যমে বিজেপি যেমন সংগঠনকে বুথ স্তর পর্যন্ত শক্তিশালী করছে, তেমনই সাধারণ মানুষের সমস্যাকে সামনে রেখে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা চলছে বলে দাবি দলের নেতৃত্বের। বিশেষ করে কৃষক, যুবক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে বলে মনে করছে দল।

এই প্রসঙ্গে আরামবাগ বিজেপির জেলা সাংগঠনিক সভাপতি সুশান্ত বেরা জানান, 'তৃণমূলের দুর্নীতি, কাটমানি ও সিন্ডিকেট রাজের বিরুদ্ধে মানুষ আজ অতিষ্ঠ। বিজেপির আন্দোলনের মাধ্যমেই রাজ্যে প্রকৃত পরিবর্তন আসবে। আরামবাগ মহকুমায় সংগঠন আগের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে।' পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, '২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করাই আমাদের লক্ষ্য। ঘরে ঘরে বিজেপির বার্তা পৌঁছে দিয়ে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা হচ্ছে। আরামবাগ মহকুমা থেকেই পরিবর্তনের ঢেউ উঠবে।'

সব মিলিয়ে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরামবাগ মহকুমাকে ঘিরে বিজেপির রাজনৈতিক তৎপরতা যে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

সনাতনীদের একতাবদ্ধ হতে বার্তা কার্তিক মহারাজের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: আর সময় নেই সময় শেষ হতে চলল এখন একতাবদ্ধ হতে হবে সনাতনীদের উদ্দেশে এই বার্তা কার্তিক মহারাজের। হাবড়া কুমড়া বাজার সংলগ্ন স্কুল মাঠে সনাতনী হিন্দু সম্মেলন হাজার কণ্ঠে গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কার্তিক মহারাজ থেকে সাধু-সন্ত সহ সনাতনীরা। এদের মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়েও কার্তিক মহারাজ সনাতনীদের একত্রিত হওয়ার বার্তা দেন।

পাশাপাশি গীতার বেশ কিছু বানী নিয়েও তিনি আলোচনা করেন। বাংলাদেশ-সহ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় যে ভাবে সনাতনীদের ওপর আক্রমণ করা হয় সেখানে দাঁড়িয়ে সনাতনী দের এবার জেগে ওঠার পালা আর সময় নেই সময় শেষ হতে চলল তাই দ্রুত একতাবদ্ধ হতে হবে বলেও বার্তা দেন কার্তিক মহারাজ। আরও বলেন, 'বেলডাঙায় চলুন আপনারা সাংবাদিকরা বুঝতে পারবেন আমি তো বেলডাঙায় ভুক্তভোগী আর সময় নেই সময় শেষ হতে চলল এখন একতাবদ্ধ হতে হবে আমাদের ধর্ম থেকে আমাদের ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর শিক্ষা না নিলে ধুলিয়ানের মতো অবস্থা হবে, মালদার মতো অবস্থা হবে, মহেশতলার মতো অবস্থা হবে, বাংলাদেশের মতো অবস্থা হবে।' বিভিন্ন জায়গায় সরস্বতী পুজো বন্ধ নিয়ে বললেন, তার জন্যই হিন্দু সম্মেলন, তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

প্রাচীন রীতি মেনে উপহারের আদানপ্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সরস্বতী পুজো মানেই বাঙালির কাছে এটি প্রেম দিবস। যেখানে পুজোর দিনে একে অপরের হাত ধরে হলুদ শাড়ি আর পাঞ্জাবিতে একে অপরের কাছে প্রেম নিবেদন করা। ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে হলেও বাঙালির কাছে সরস্বতী পুজোর দিন টাই প্রেম দিবস হিসেবে বেশি গুরুত্ব পায়।

তবে বর্ধমান শহরে রয়েছে একটি চিরাচরিত রীতি। যা আজও মেনে চলেন বর্ধমান

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিকরা। এমনিতে সারা বছর ছাত্র ছাত্রীরা একে অপরের ছাত্রাবাসে যেতে না-পারলেও। সরস্বতী পুজোর পরের দিন সকলেই একে অপরের ছাত্রাবাসে প্রবেশ করতে পারেন।

জানা গিয়েছে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আসল উৎসবের শুরু হয় পুজোর ঠিক পরের দিন।দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এক অনন্য রীতি মেনে শনিবার দিনভর চলে ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসগুলির মধ্যে 'তত্ত্ব' আদান-প্রদান। বিয়ের তত্ত্বের আদলে সাজানো ডালি নিয়ে এক হোস্টেল থেকে অন্য হোস্টেলে চলে সম্প্রীতির মেলবন্ধন।

ঐতিহ্যের তত্ত্ব বিনিময়কে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ও তারাবাগ ক্যাম্পাস সেজে ওঠে। প্রথা অনুযায়ী, ছাত্রীদের বিভিন্ন হোস্টেল থেকে সুসজ্জিত তত্ত্ব নিয়ে ছাত্রীরা পৌঁছান ছাত্রদের বিভিন্ন হোস্টেলে। ঠিক একইভাবে পালটা তত্ত্ব নিয়ে ছাত্রদের দলও হাজির হয় ছাত্রীনিবাসের গেটে।

কী থাকে এই তত্ত্বের ডালিতে?

একেবারে বিয়ের তত্ত্বের মতোই সাজানো হয় এই ডালিগুলি। তাতে যেমন থাকে রকমারি মিষ্টি ও সন্দেশ, তেমনই থাকে চকোলেট, চিপস, পারফিউম, কোল্ড ড্রিঙ্কস এবং ঘর সাজানোর নানা সামগ্রী। অনেক ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে হোস্টেলের ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে তৈরি কার্ড বা ঘর সাজানোর জিনিসও উপহার দেন।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও অভ্যর্থনা

এদিন হস্টেলগুলির মধ্যে চলে অলিখিত প্রতিযোগিতা, কার তত্ত্ব কত সুন্দর। ঢাকের বাদ্যি আর আবিরের রঙে রঙিন হয়ে ছাত্রীরা যখন ছাত্রদের হোস্টেলে পৌঁছান, তখন তাঁদের 'পুষ্পবৃষ্টি' করে স্বাগত জানানো হয়। হস্টেলের কঠোর নিয়ম শিথিল করে এদিন ছাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় ছাত্রদের অন্দরমহল। একইভাবে ছাত্ররা যখন ছাত্রীনিবাসে যান, সেখানেও তাঁদের জন্য থাকে এলাহি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন।

সম্প্রীতির বার্তা

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের কথায়, 'এটি কেবল উপহার আদান-প্রদান নয়, এটি দীর্ঘদিনের এক আবেগ। হোস্টেলের একঘেয়ে পড়াশোনার মাঝে এই দিনটি আমাদের কাছে বন্ধুত্বের এক বড় উদযাপন।' ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত আবাসিক পড়ুয়ারা এই উৎসবে শামিল হন, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছাত্রীরা জানায়, তথ্য আদা প্রদানের মাধ্যম থেকে বন্ধুত্ব বিনিময়ে ভালোবাসার মেলবন্ধন হয়ে থাকে এই দিনে। পাশাপাশি এই দিন থেকে সমাজকে এই বার্তাই দেওয়া হয় যে, বন্ধুত্বর সম্পর্ক একটা মধুর সম্পর্ক। এই সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে সকলকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। বিকেল গড়াতেই তত্ত্ব বিনিময়ের পালা শেষ হলেও, রেশ থেকে যায় রাতভর। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমে এভাবেই প্রতি বছর সরস্বতী পুজোর পর সম্প্রীতির নতুন এক অধ্যায় লেখে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখনীতে সমাজ সংস্কারের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে শুরু দু'দিনব্যাপী আদিবাসী সাহিত্য সম্মেলন। আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে দুর্গাপুরের 'সৃজনী' প্রেক্ষাগৃহে শনিবার দুপুর একটায় শুরু হল দু'দিনব্যাপী আদিবাসী সাহিত্য সম্মেলন। সাঁওতালি লেখক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের ১০টি রাজ্যের কবি ও সাহিত্যিকরা অংশ নিচ্ছেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য হিসেবে আয়োজকরা জানান, সাঁওতালি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা এবং লেখনীর মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের অধিকার ও সমাজ সংস্কারের বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

শুভেন্দুকে মমতার ছোট ভাই বলে কটাক্ষ হুমায়ুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট দরবার শরিফে ভরতপুরের বিতর্কিত বিধায়ক হুমায়ুন কবির। কংগ্রেস নেতা পীরজাদা খোবায়েবের সঙ্গে একান্ত বৈঠক জেইউপি প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবিরের। বাড়ছে জল্পনা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট দরবার শরিফে আসেন ভরতপুরের বিতর্কিত বিধায়ক হুমায়ুন কবির। প্রথমে বসিরহাটের পীর আল্লামা রুহুল আমিন সাহেবের মাজার জিয়ারত করেন হুমায়ুন কবির। তারপর জাতীয় কংগ্রেসের নেতা পীরজাদা খোবায়েব আমিনের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ চলে বৈঠক। তবে কি নিয়ে বৈঠক তা নিয়েই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায়। বসিরহাট দরবার শরিফে কংগ্রেস নেতা খোবায়েব আমিনের সঙ্গে বৈঠকের পরেই তৈরি হয়েছে নানা জল্পনা। হুমায়ুন কবীর আরও বলেন, 'রেজিনগরে ও ভরতপুর থেকে দাঁড়াব, যদি মুখ্যমন্ত্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়ায় আমি তাদের হারাব।

EMPLOYMENT NOTICE

Application are invited from the citizen of India within this gram panchayat as defined in Part-II of the contitution for appointment to the following post under Singi Gram Panchayat on commission basis.
Name of the post : Collecting Sarkar(Tax Collector).
Minimum age : 25 years on date of application. **Educational Qualification :** Passed Madhyamik or equivalent from any recognized Board, Council or University. **Residence:** Local (within the Gram Panchayat). **Maximun / Upper age limit for engagement :** The Gram Panchayat should be satisfied with the mental and physical fitness of the Collecting Sarkar for engagement / renewal of contract. **Declaration of vacancy and filling up of the post :** A notice inviting application from eligible persons for engagement of collecting Sarkar shall be published by the concerned Gram Panchayat.Last date of submission of application is 15(fifteen) days from the date of publication of notice. **Method of Selection :** On the basis of merit and work experience. **Monthly Remuneration :** Commission Basis. **Agreement :** A standardized contract from of agreement is furnished for 'execution at the time of engagement.
Candidates are required to apply in the prescribed format given herewith along with the xerox copies of the following doccuments and testimonials.
1> Xerox copies of Academic certificates (Madhyamik/HS/ and Onwards). **2>** Xerox copies of Age proof certificate. **3>** The original copy of residential certificate. **4>** Two copies of recent passport size photographs ,one to be pasted on the right top corner of the application format specified for photograph and the other copy to be stitched with application format. **5>** The application shall reach the office of the undersinged in the Singi Gram Panchayat addressing the Prodhan, Singi Gram Panchayat, Vill+P.O- Singi, P.S- Katwa-2, Dist- Purba Bardhaman, Pin-713514 .The application may be submitted either by post or by person from submitting individually during the office hours of the working clays.The last date of application submission is 09/02/2026—upto 12 p.m. **6>** The application, if not properly filled up and submitted without the requisite documents will be rejected.

Sd /- Prodhan
Singi Gram Panchayat

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

কলকাতা ডেটস্ রিকভারি ট্রাইবুনাল-২
জীবন সুধা বিল্ডিং, ৮ম তল, ৪২ সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১

কেস নং আরসি/১০২/২০১৯
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম মেসার্স নিউ অ্যাকুয়াকালচার প্রজেক্ট এবং অন্যান্য
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এলডি. রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা, কর্তৃক জারি করা **১৬.১২.২০২৫** তারিখের আদেশ অনুসারে নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে,
১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি তদস্থিত নির্মাণ এবং পুকুর পরিমাপ ২৭৩.৪ ডেসিমেল কমবেশি, মৌজা - গোপালচক, জেএল নং ১৫৮, সাবেক খতিয়ান নং ২/৪, রায়ত দখলি স্বত্ব, দাগ নং ১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, এলআর খতিয়ান নং ২৬২১, ২৬২২, ৪৯০, ১০০১/১, আরএস খতিয়ান নং ২০৩, ১৯৮/২, ৭০৭, ১৩৯২, ১৪৭/১, বায়াল-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,পো পূর্ব গোপালচক, থানা নন্দীগ্রাম, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১৬৫৬, আরও বিস্তারিতভাবে দলিল নং ১-১০৪৬-২০০৭ সালের, ১-৪৫৬-১৯৯৪, ১-১৬২২-১৯৯২ এভং ১-১৬২০, ১৯৯২ এবং ৪৯২৮, ১-০০০১-১৯৯৩ সালের, ১-৫০১৫-১৯৯৮ সালের, এবং ১-৪৫৭-১৯৯৪ সালের।
২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নির্মিত বাস্তু জমি পরিমাপ ০১.৬৬৬ ডেসিমেল কমবেশি মৌজা -রঘুনাথপুর, জেএল নং ৬৭, তৌজি নং ২৬৩৯, দাগ নং ৯৯৮, আরএস নং ১১৫৭, আরএস খতিয়ান নং ২৩৫, এলআর খতিয়ান নং ২৯৮/১, তমলুক পরগনা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, আরও বিস্তারিত দলিল নং (১-১৫৮৬) -২০০৭ সালের।
৩. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৭৪ ডেসিমেল কমবেশি মৌজা - পাকুরিয়া, জেএল নং ৯১, তৌজি নং ২৬৩৯, দাগ নং ২৭২, ২৭৩, ১৮০, এবং ১৮১, এলআর খতিয়ান নং ৭১৪,আরএস খতিয়ান নং ২০৩ এবং ১৯৮/২,এডিএসআর- তমলুক, পো : দেমারি, থানা তমলুক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, আরও বিস্তারিত দলিল নং ১০৪৫৩ -১৯৬৮ সালের।
ই-অকশনের মাধ্যমে "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে পাবলিক নিলামের মাধ্যমে এবং ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে। ইচ্ছুক ক্রেতাদের ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডার আকারে সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ১০%@ একটি বায়না অর্থ জমা করতে হবে শুধুমাত্র রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতার অনুকূলে বা সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাংকের পরামর্শ নিয়ে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। উল্লিখিত আমানত সফল দরদাতার ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে এবং ই-নিলাম প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে অন্য দরদাতাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪টার মধ্যে বায়নার অর্থ সমন্বয় করার পর বিক্রয় আয়ের ২৫% জমা করতে হবে। পরের দিন ছুটির দিন বা রবিবার হলে প্রথম কার্যদিবসে, তা না হলে বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে।
নিলাম বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ক্রেতাকে বিক্রয় অর্থের বাকি ৭৫ শতাংশ জমা দিতে হবে। **সম্পত্তি নং ১-এর জন্য যে সংরক্ষিত মূল্যের নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না, তার মধ্যে ৩৩,০৮,০০০ টাকা (তেত্রিশ লক্ষ আট হাজার টাকা), সম্পত্তি নং ২-এর জন্য ১৯,৩৮,০০০ টাকা (উনিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার টাকা) এবং সম্পত্তি নং ৩-এর জন্য ১৯,২৮,০০০ টাকা (উনিশ লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা)** এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১ শতাংশ হবে ইনক্রিমেন্ট বিডের পরিমাণ। অন্যান্য শর্তাবলী **২২.০১.২০২৬** তারিখের আরসি/১০২/২০১৯-এ তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক জারি করা বিক্রয় ঘোষণার অনুরূপ।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তি অনলাইন নিলাম (ই-নিলাম) এর মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যা **০৬.০৩.২০২৬** তারিখে দুপুর ৩টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ওয়েবসাইট **http://drt.auctiontiger.net** এ ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ৩ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিত সময়সীমা সহ। সম্ভাব্য দরদাতাকে **http://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং ০২.০৩.২০২৬ তারিখের মধ্যে বা তার আগে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং ডিআরটি-II, কলকাতার ডিমান্ড ড্রাফট / পে অর্ডারের মাধ্যমে তাদের অফারের সাথে কলকাতায় প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফট / পে অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
তবে, নিলামের সময় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঘটে যাওয়া কোনও ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবেন না।
ই-নিলাম প্রদানকারী কোম্পানি, যদি থাকে, নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী/ইচ্ছুক ক্রেতার কাছে সরাসরি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রেরণ করবে, লগইন করার জন্য এবং অনলাইনের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।
অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লি. বিস্তারিত তথ্য। মোবাইল নং ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, **ই-মেইল-support@auctiontiger.net**।
আগ্রহী দরদাতারা বিস্তারিত পদ্ধতি, শর্তাবলী এবং ই-নিলাম সম্পর্কিত অন্য কোনও সহায়তা/সহায়তার জন্য **http://drt.auctiontiger.net** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। পরিদর্শন এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে **শ্রীমতি পারমিতা ব্যানার্জী, মোবাইল নং-৯০৫১৯৩৫৭৯৫** সাথে যোগাযোগ করুন।

স্বা/-
(ওম কুমার)
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল -II, কলকাতা

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২.০১.২০২৬

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (স্বত্ব)
শ্রী সৌমেন মিত্র এবং শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা সরকার	ক) **২৯,৫৩,৩৫১ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং PHR031904901978, ১২.১০.২০২২ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ১২.১০.২০২২ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া।** খ) **১২.১০.২০২২** গ) **২৪.০১.২০২৬**

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং সি, ৫মতলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৬৭ বর্গফুট কমবেশি কমপ্লেক্স পরিচিত ফেয়ার রেসিডেন্সি, ব্লক ১, অবস্থিত মৌজা -গুচুরিয়া, পুরসভা হোল্ডিং নং ১৩৮/বি, সোদপুর রোড (পশ্চিম), ওয়ার্ড নং ১৮, মধ্যমগ্রাম পুরসভা, থানা পূর্বতন বারাসত, বর্তমানে মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩০, সকল সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত মতে।

তারিখ : ২৫.০১.২০২৬
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

পাঞ্জাব নেশনল বৈঁক punjab national bank
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১)

সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ইমেল : comurshidrec@pnb.bank.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) **মহ ইমতিয়াজ আলি ওরফে ইমতিয়াজ আলি, স্বত্বাধিকারী - মিনা ফার্নিচার অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিকস,** পিতা মহ লিয়াকত আলি, এবং জামিনদাতা মিনা বিবি ওরফে মোসা, মিনা বিবি স্বামী মহ লিয়াকত আলি। খ) **লালগোলা (১৫৩২১০)**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা- লালগোলা, জেএল নং ৮০, থানা লালগোলা, এসআরও ভগবানগোলা, প্লট নং আরএস ১৯৪৬, এলআর ২২৮৯, এবং প্লট নং আরএস ১৯৪৫, এলআর ২৩০১, খতিয়ান নং এলআর ৪০৫২, আরএস ৬৬০, জমির শ্রেণি -ডাঙ্গা, পরিমাপ এরিয়া ০.০৩২৫ একর, লালগোলা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা লালগোলা, জেলা মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ৯৯৯৮ তারিখ ১০.১২.১৯৮১, রেজিস্ট্রিকৃত সোকন্ড জয়েন্ট এসআর-লালগোলা, ভগবানগোলা, জেলা মুর্শিদাবাদ, **সম্পত্তি মোসা মিনা বিবি,** স্বামী মহ লিয়াকত আলি এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : র ফেলু শেখ এর ভবন। দক্ষিণে : জাহাঙ্গির আলম এর ভবন। পূর্বে : খালি জমি। পশ্চিমে : পিচ রোড।	**ক) ০৬.১১.২০২৫** **খ) ২১.০১.২০২৬** **গ) ৩,৫২,৩৫৮.৬৫ টাকা (তিন লাখ বাহান্ন হাজার তিনশ আটান্ন টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা) টাকা ৩১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, ব্যয় সহ
২.	ক) **জয়নাল হক ওরফে জয়নাল হক** পিতা মুজাম্মেল হক এবং জামিনদাতা আওয়ালিয়া বিবি, স্বামী জয়নাল হক। খ) **লালগোলা (১৫৩২১০)**	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট অংশ সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা - বাজুপুর মধুপুর, জেএল নং ৯৫, এলআর প্লট নং ৩৭১৩, এলআর খতিয়ান নং ৭৯০০, এরিয়া পরিমাপ ০.৫ ডেসিমেল জমির শ্রেণি -বাড়ি, ধুলাউরি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা লালগোলা, জেলা মুর্শিদাবাদ, দান দলিল নং ১১৬২৬- ২০১৩ সালের অনুযায়ী রেজি. এডিএসআর ভগবানগোলা। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা- দিয়ার ফতেপুর, জেএল নং ৯৭, এলআর প্লট নং ৫৭, এরিয়া পরিমাপ ০.৫ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি- ডাঙ্গাএবং এলআর প্লট নং ৬৩, এরিয়া পরিমাপ ১.৫ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি - বাড়ি, উভয়ই এলআর খতিয়ান নং ৪৩৯৪, মোট এরিয়া ২ ডেসিমেল, ধুলাউরি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা লালগোলা, জেলা মুর্শিদাবাদ, দান দলিল নং ১১৬২৬ -২০১৩ সালের অনুযায়ী, রেজি এডিএসআর ভগবানগোলা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : আফিজুল হক এর ভবন। দক্ষিণে : কাঁচা রোড। পূর্বে : খালি জমি। পশ্চিমে : পিচ রোড-১০ ফুট।	**ক) ২২.১০.২০২৫** **খ) ২১.০১.২০২৬** **গ) ৪,৪৯,৯৪৯.২৫ টাকা (চার লাখ উনপঞ্চাশ হাজার নশো উনপঞ্চাশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা ০১.১০.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, ব্যয় সহ
৩.	ক) **অনুতাংশু দাস ওরফে অনুতাংশু দাস, স্বত্বাধিকারী -দাস এন্টারপ্রাইজ,** পিতা প্রয়াত বীরেন্দ্র কুমার দাস এবং জামিনদাতা সীতাংশু দাস ওরফে সীতাংশু দাস, পিতা বীরেন্দ্র কুমার দাস। খ) **উমরপুর (১৩৭৭২০)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা- ঘোড়শালা, জেএল নং ০৯৮, খতিয়ান নং এলআর ৬৯৯৮ এবং ৬৯৯৯, প্লট নং এলআর ১৫৭২, এরিয়া ১ ডেসিমেল,জমির শ্রেণি -বাড়ি। কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১১৯২-২০১৫ সালের তারিখ ২০.০২.২০১৫ অনুযায়ী, রেজিস্ট্রিত এডিএসআর জঙ্গিপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, সম্পত্তি : **সীতাংশু দাস এবং অনুতাংশু দাস** এর নামে, উভয়ের পিথা প্রয়াত বীরেন্দ্র কুমার দাস। চৌহদ্দি : উত্তরে : আলি মোটরস। দক্ষিণে : যশেআলি আলি এর নামে ভবন। পূর্বে : সুমায়ন বিশ্বাসের ভবন। পশ্চিমে : এনএইচ-১২	**ক) ২২.১০.২০২৫** **খ) ২১.০১.২০২৬** **গ) ১৫,২২,৮৬৪.০৬ টাকা (পনের লাখ বাইশ হাজার আটশ চৌষট্টি টাকা এবং ছয় পয়সা) টাকা ০১.১০.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, ব্যয় সহ

তারিখ : ২১.০১.২০২৬
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI
এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোঃঅঃ - হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সংশোধনী
গত ইংরেজি ২৪.০১.২০২৬ তারিখে এই সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির সংশোধিত রূপ নিচে দেওয়া হল।

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শ্রী ত্রিদিব মুখার্জী, ই-মেল আইডি: sbi.16822@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪৩৫৭৩১৪৪২

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণ -কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি, যা সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা আছে, এবং যার **বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সুরক্ষিত ঋণদাতা দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে ২৫.০২.২০২৬ তারিখে **সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত https://www.bankeauctions.com** ওয়েবসাইট পোর্টালের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৫.০২.২০২৬
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতার নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি @ ১০% দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	ঋণগ্রহীতা: **শ্রী সৌভিক বেজ** পিতা- ধনঞ্জয় বেজ **শ্রীমতী নীনা বেজ** স্বামী- শ্রী সৌভিক বেজ **ঠিকানা-** ৫৬৪ রবীন্দ্র সরণি, কুমারটুলি বাগবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৩ **এছাড়া অন্যান্য ঠিকানা-** আরুষি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৪র্থ রাস্তা এশিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড, সিএনএফ মোকিতা হেলথ কেয়ার, ৯১ বেলিয়ট রোড , কলকাতা- ৭০০০১৬ **এছাড়াও অন্যান্য ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং- বি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, অমিতাভ অ্যাপার্টমেন্ট, ১৩৪ নং সুভাষ নগর বাই লেন, ওয়ার্ড নং- ৬, কলকাতা- ৭০০০৬৫।	গ্রাউন্ড ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে অবস্থিত 'ফ্ল্যাট নং বি' নামক একটি ফ্ল্যাট এর সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৯১৩ বর্গফুট, যা ২ টি বেডরুম, ১ টি ডাইনিং রুম, ১ টি রান্নাঘর, ২ টি টয়লেট এবং ১ টি বারান্দা বিশিষ্ট, যা দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অন্তর্গত ১৩৪ নং সুভাষ নগর বাই লেন, কলকাতা- ৭০০০৬৫, ওয়ার্ড নং ৬-এ অবস্থিত এবং জেলা উত্তর ২৪ পরগনার কাশীপুর দমদম-এর অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের এক্তিয়ারভুক্ত, তৎসহ উক্ত ভবনটি যে জমির ওপর নির্মিত ও গঠিত তার আনুপাতিক অবিভক্ত স্বত্ব ও স্বার্থ এবং সাধারণ এলাকা ও সুবিধাসমূহের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা এবং সাধারণ এলাকায় ব্যবহারের অধিকারের সকল সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি যাতায়াতের পথসহ প্রায় ৩ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমির ওপর নির্মিত একটি জি + ৪ তলা ভবনে অবস্থিত, যা মৌজা- দিঘলা, থানা- দমদম, দাগ নং- ৭০৪/১১২০ এবং ৭০৪, খতিয়ান নং- ৩৭, ৩৮, ৪০৫ এবং ৪০৬, জে.এল. নং- ১৮, আর.এস. নং- ১৬১, তৌজি নং- ১৭৩-এর অন্তর্ভুক্ত এবং যা দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের ১৩৪ নং সুভাষ নগর বাই লেন, কলকাতা- ৭০০০৬৫-এ অবস্থিত। সম্পত্তির চারদিকের সীমানা হলো- উত্তরে- ৪ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ; দক্ষিণে- ২১ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড; পূর্বে- জি + ৪ অ্যাপার্টমেন্ট; পশ্চিমে- কমলাপদ ভট্টাচার্য-এর বাড়ি। টাইটেল ডিডটি বুক-১, ভলিউম নম্বর ১৫০৬-২০২২, পৃষ্ঠা ১২০৪৩৫ থেকে ১২০৪৬৯ পর্যন্ত নথিভুক্ত, যার **২০২২ সালের নম্বর হল ১৫০৬০১৭২৭। সম্পত্তিটি শ্রী সৌভিক বেজ,** পিতা- ধনঞ্জয় বেজ এবং **শ্রীমতী নীনা বেজ,** স্বামী- শ্রী সৌভিক বেজ-এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন**	২৪,৭০,১১৫.০০ টাকা **(চব্বিশ লক্ষ সত্তর হাজার একশত পনেরো টাকা মাত্র)** ০৬/১১/২০২৫ তারিখ **অনুযায়ী** এবং সেইসাথে হালনাগাদ অনারোপিত সুদসহ পরবর্তী সুদ, খরচ ও আনুষঙ্গিক চার্জ।	ক) ২৭,৪০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৭৪,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা **পরিদর্শনের তারিখ: ১৫.০২.২০২৬ এবং ১৮.০২.২০২৬ সময় : দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা**

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **Support.baanknet@psballiance.com** অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৪.০১.২০২৬
স্থান: রাজারহাট
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Ekdin_Page_6_25012026_Layout 1 1/24/2026 9:32 PM Page 1

এসআইআর নিয়ে বর্ধমানে ধুন্ধুমার কাণ্ড, রেললাইনে শুয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এসআইআরের নামে হয়রানির অভিযোগে বর্ধমান রেল স্টেশনে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা।যার জেরে বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। শনিবার দুপুরে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে রেল লাইনের ওপরে বসে পড়েন স্থানীয়রা। লাইনের ওপরে শুয়েও পড়েন অনেকে। বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। এর ফলে বেশ কিছু ট্রেন আটকে পড়ে স্টেশনের বাইরে। যার কারণে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় নিত্য যাত্রীদের।

প্রসঙ্গত, রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে এসআইআরের শুনানি। তবে সেই শুনানিকে কেন্দ্র করে এবার নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমানে। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় হয়রানির অভিযোগ। বারবার ডেকে হয়রানি করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।এই অভিযোগ তুলে বর্ধমান স্টেশনে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। শনিবার লাইনে বসে রেল অবরোধ করেন স্থানীয়রা। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে রেল লাইনে শুয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীদের একাংশ। স্টেশনের ভিতর বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্টেশনের প্রবেশ পথে ব্যারিকেড তৈরি করে আরপিএফ। আন্দোলনকারীদের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়।

পুলিশের বাধা উপেক্ষা করেই ব্যারিকেড ভেঙে স্টেশনের ভেতরে ঢুকে পড়েন আন্দোলনকারীরা। আরপিএফের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলে তাঁদের। লাইনে নেমে শুয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেন আটকে পড়ে অবরোধের জেরে। আধ ঘণ্টার উপরের বেশি সময় কয়েকটি ট্রেন আটকে থাকে। পরে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় বলে জানিয়েছে রেল।

অভিযোগ উঠছে, ২০০২ সালের আগেও যারা ভোট দিয়েছেন, এমনকি যাদের নাম ২০০২ এর লিস্টে ছিল, তাদেরকেও নতুন করে হিয়ারিং এর জন্য ডাকা হচ্ছে। যারা নিয়মিত ভোট দিয়ে এসেছেন, তাদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা অপমানজনক। এক বিক্ষোভকারীর কথায়, 'আমরা স্থানীয় বাসিন্দা। বাংলাদেশি ধরার নামে, আমাদের হেনস্তা করা হচ্ছে কেন? বারবার একই কাজ করতে হচ্ছে। আমরা এসব মেনে নেব না।' একযাত্রী এসআইআর হেনস্থার অভিযোগকে সমর্থন জানালেও,রেল অবরোধের বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ও শুনানি কেন্দ্রে ভোটারদের হেনস্তার অভিযোগে বিক্ষোভ প্রতিবাদ হয়েছে।

শুনানির নামে হয়রানি, প্রতিবাদে অবরোধ, দুর্ভোগ যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এস আই আর এর নামে হয়রানির অভিযোগ তুলে শনিবার বর্ধমান-বোলপুর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন সাধারণ মানুষরা।

এসআইআরের শুনানির নামে হয়রানির অভিযোগ তোলেন সকলেই কমিশনের বিরুদ্ধে। কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ,বিক্ষোভ অব্যাহত রাজ্য জুড়ে। এই ইস্যুতে শনিবার বর্ধমান-বোলপুর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামের বাসিন্দারা। তার জেরে রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ। পরে পুলিশ গিয়ে অবরোধ তুলে দেয়।

শনিবার সকালে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত ২ পঞ্চায়েত এলাকার গোলদা, কামারপাড়া সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েকশো সাধারণ মানুষ বড়াচৌমাথা মোড়ে বর্ধমান বোলপুর ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। এদিন অবরোধকারীদের হাতে ছিল দেশের জাতীয় পতাকা।

ভাতার বিধানসভার ঘোলদা গ্রামের একটা বুথের ১২০০ ভোটারের মধ্যে প্রায় ৬০০ ভোটারকে সুনানির জন্য ডাকা হয় বলে অভিযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা। ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বাড়ে। যার জেরেই তারা রাস্তা অবরোধে নামেন বলে জানান।

বন্ধুদের জোড়া ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: নিখোঁজ থাকার পর একই আম গাছে দুই বন্ধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য। দুই বন্ধুর একই সঙ্গে মৃত্যু নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। সরস্বতী পূজার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিল থাকার পর একই গাছে দুই বন্ধুর মৃতদেহ উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্বরূপথানার পুলিশ। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দত্তপাড়ার ফাঁকা মাঠে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর ১৯-এর একাদশ শ্রেণির ছাত্র রাকিবুল মণ্ডলের বাড়ি স্বরূপনগরের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর এলাকায় এবং বছর২১-এর রাজ ভদ্র, দু'জনই শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিল। শনিবার সকালে চাষিরা মাঠে এসে দেখতে পায় মাঠের মাঝখানে একটি বাগানে আমগাছে দু'জনের ঝুলন্ত দেহ। তৎক্ষনাৎ স্বরূপনগর থানা কে খবর দিলে স্বরূপনগর থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে সাইকেলও উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। কি কারনে আত্মহত্যা ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, ময়নাতদন্তের পরেই জানা যাবে আত্মহত্যা নাকি খুন। এই ঘটনায় গ্রামের শোকের ছায়া নেমে পড়েছে। এই আত্মহত্যা কী ত্রিকোণ প্রেমের গল্প না বাবা মার বকুনির জন্য না অন্য কোনও গণ্ডগোল না পরিকল্পিত খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া সবটাই তদন্ত করছে পুলিশ।

আটক নাবালক ভুয়ো ইনকাম ট্যাক্স অফিসার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: ইংরেজিতে কথা বলতেই ছুটে পালালো ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। তারপরেই জানা গেল আসল ঘটনা। শিক্ষকদের তৎপরতায় জানা গিয়েছে আসল তথ্য। সরস্বতী পূজোর দিনের স্কুলে হঠাৎ একাধিক গাড়ির কনভয় আর এই কনভয় দেখে কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল স্কুল পড়ুয়া থেকে শিক্ষক সবাই। গাড়ি থেকে নেমে আসলো এক যুবক সঙ্গে একাধিক অস্ত্রধারী নিরাপত্তারক্ষী। প্রথমে অশোকনগর বিদ্যাসাগর বাণীভবন স্কুলে প্রবেশ করে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে গিয়ে সে বলে সে ইনকাম ট্যাক্সে চাকরি পেয়েছে তাই সরস্বতী পুজোর দিন দেখা করতে এসেছে।পরবর্তীতে অশোকনগর বিজয়া ফার্মেসী এলাকায় বিধানচন্দ্র বিদ্যাপীঠ স্কুলে গিয়ে হাজির হয় সেই গাড়ির কনভয় এবং স্কুলের ভেতরে প্রবেশ করে সেই অফিসার সমস্ত শিক্ষকদের সাথে বিভিন্ন আলোচনা করতে থাকে কিন্তু সন্দেহ হয় এক ইংরেজি শিক্ষকের এত কম বয়সে কি করে ইনকাম ট্যাক্সের এত বড় পদে চাকরি করছে যার বয়স মাত্র সতেরো। শিক্ষকের উপস্থিত বুদ্ধিতে শিক্ষক সেই ছেলেটির সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করেন, তখনই লেজে গোবরে হয়ে যায় ইনকাম ট্যাক্স অফিসার সেজে আসা সেই ব্যক্তি। শুধুমাত্র ইয়েস আর নো এই ভাষাতেই উত্তর দিতে থাকে সে। পরবর্তীতে পুলিশে খবর দেওয়ার কথা বললেই ভুয়ো ইনকাম ট্যাক্স অফিসার স্কুল ছেড়ে পালিয়ে যায়। পাঁচটি গাড়ির কনভয় নিয়ে সেই স্কুলে আসলেও, তিনটি গাড়ি নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। দু'টি গাড়ি পালাতে পারেনি স্কুলের শিক্ষক এবং স্থানীয় লোকজন ধরে ফেলেন। খবর দেওয়া হয় অশোকনগর থানায়। পুলিশ এসে দু'টি গাড়ি এবং গাড়িতে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের থানায় নিয়ে যায়। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে এক অশোকনগর থানা এলাকারই একজন সমস্ত নিরাপত্তারক্ষীদের ভাড়া করেছিল এবং গাড়ি ভাড়া করেছিল। সকলেই যখন তার বাড়ির সামনে গাড়িও নিরাপত্তারক্ষীরা আসে সে জানিয়েছিল তার বাবা ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, সে একটু ঘুরতে বেরবে পরবর্তীতে গাড়িতে উঠে বলে সেই ইনকাম ট্যাক্স অফিসার তাতেই সন্দেহ হয় নিরাপত্তারক্ষীদের। নিরাপত্তারক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পরবর্তীতে সেই নাবালক এবং তার পরিবারকে থানায় আসতে বলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের এবং সেই নাবালকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি ইনকাম ট্যাক্স দপ্তরের আইকার্ড। সরস্বতী পুজোর দিন কী কারণে নাবালক এই ধরনের ঘটনা ঘটাল না, এর পেছনে কোনও অন্য ষড়যন্ত্র রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নাবালক ২০২৫ সালে নবম শ্রেণিতে পরীক্ষা দিয়ে তারপর থেকে আর স্কুলে যায়নি এমনটাই জানিয়েছে সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। নবম শ্রেণি পাস ছেলেটি ভুয়ো ইনকাম ট্যাক্স অফিসার সেজে সরস্বতী পুজোর দিন কাউকে ইমপ্রেস করতে কি এই কাণ্ড ঘটায় না এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনও ঘটনা এখন সেটাই দেখার। ইংরেজি শিক্ষক দেবাশিস মিত্র বলেন, 'আমার প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল যখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি কত বছর বয়সে চাকরি পেয়েছেন। পরবর্তীতে যখন উনি এখানে থাকেন না দিল্লিতে থাকেন বললেন। তখন আমি ভাবলাম উনি হয়তো বাংলা কম বোঝেন তাই আমি ইংরেজিতে কথা বলছিলাম। কিন্তু যখন কোনও উত্তর দিতে পারছিলেন না ইংরেজিতে, তখনই আমার সন্দেহ আরও বাড়তে থাকে তখনই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তার মধ্যে আমার স্কুল থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। আমি ভেবেছিলাম বাচ্চা ছেলে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে তাই আর বেশি খোঁজাখুঁজি করিনি। কিন্তু পরবর্তীতে যেটা জানলাম সেখানে আমার মনে হল আমরা কোন সমাজে বসবাস করছি। এখনও আমাদের চারপাশে এই ধরনের যদি প্রতারক ঘুরে বেড়ায় তা হলে সমাজের বুকে আগামী দিনে ক্ষতিকারক। তাই এই সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে আরও সচেতন থাকতে হবে।'

প্রধান শিক্ষক মনোজ ঘোষ বলেন, 'আমার কিছুটা লজ্জা লাগছে এখনও আমার স্কুলের সমস্ত ছাত্রদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় করতে পারলাম না। কোনও না কোনও কারণে পড়াশোনা মাঝপথে থেমে গেলেও এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হবে আমাদের ছাত্র সেটা লজ্জার। পরিবার এবং প্রশাসনকে বলব বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে দেখতে এবং এই নাবালককে বোঝানোর জন্য যাতে আগামী দিনে এই ধরনের অপরাধমূলক ঘৃণ্যতম কাজের সঙ্গে যুক্ত না হয়।'

নাবালকের সঙ্গে থাকা এক নিরাপত্তারক্ষী বলেন, 'আমরা এজেন্সির মারফত বিভিন্ন জায়গায় যাই। আমাদের সমস্ত টাকা পেমেন্ট করে সেই কোম্পানি। সেইমতো আমাদেরকে ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম। প্রথমে এই ছেলেটি আমাদেরকে বলেন, ওর বাবা ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। ব্যক্তিগত একটি কারণে স্কুলে যাবেন ছেলেটি তাই আমরা সঙ্গে ছিলাম। পরবর্তীতে জানতে পারলাম পুরোটাই ভুয়ো তাই আমরাও চাই প্রশাসন আইনগত ভাবে ব্যবস্থা নেই এবং এই ধরনের অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিক।'

চুঁচুড়ায় ধসে রাস্তায় বড় গর্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার রাস্তা ভেঙে বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে চুঁচুড়ায়।হঠাৎই মাঝ রাস্তায় ধস। সঙ্গে হু হু করে বেরচ্ছে জল। রাস্তা বন্ধ করে তড়িঘড়ি মেরামতির কাজ শুরু করেছে পুরসভা ও কেএমডিএ। কিন্তু এলাকার লোকজনের অভিযোগ, বার বার কেন একই জায়গায় ধস নামছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে না। বিষয়টি প্রশাসনের আরও ভালো ভাবে দেখা উচিত। চুঁচুড়া পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে ধস নামে এ দিন। দু'জায়গায় নামে ধস। ধসের ফলে রাস্তায় বড় গর্ত হয়ে যায়। বিপদ এড়াতে ট্র্যাফিক পুলিশ গার্ডরেল দিয়ে রাস্তা আটকে দেয়।

এলাকার লোকজন জানান, কয়েক মাস আগে একই জায়গায় ধস নেমেছিল। চুঁচুড়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এটি। এর ফলে পিপুলপাতি থেকে ইমামবাড়া হাসপাতাল, জেলাশাসকের দপ্তর,পুলিশ কমিশনার অফিস, কোর্ট, ঘড়ির মোড়, লঞ্চঘাট যাওয়ার রাস্তায় যাতায়াত বন্ধ। ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এ দিন আবার সরস্বতী পুজোর শোভাযাত্রা রয়েছে। সব মিলিয়ে উদ্বেগে প্রশাসনও।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কয়েক মাস আগে রাঙ্গা স্তার তলায় পাইপ লাইন বসানোর কাজ করেছিল কেএমডিএ। এর পরে রাস্তা ঠিক তো মাটি ফেলে ভরাট করা হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের। আগেভাগেই পিচ দিয়ে দেওয়া হয় রাস্তায়। মাটি চুরি হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁদের। তবে এই অভিযোগ মানতে চাননি পুরপ্রধান সৌমিত্র ঘোষ। তিনি বলেন, 'এলাকার লোকজন মাটি চুরির অভিযোগ করছেন। তবে মাটি চুরি হলে, তা তো কেএমডিএ রাস্তা করার পরে হচ্ছে না। রাস্তা খুবলে তো কেউ মাটি চুরি করতে পারবে না। এখন দেখার, আমাদের পুরসভার পাইপের জন্য কিছু হল নাকি কেএমডিএর সুয়ারেজ লাইন থেকে সমস্যা হচ্ছে।'

পুরপ্রধান আরও জানান, 'মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, আমি ট্র্যাফিক ইনচার্জকে ফোন করি। দ্রুত যান চলাচল বন্ধ করা না-হলে ভারী গাড়ি এলে আরও বড় বিপদ হতে পারত। পিপুলপাতি মোড় থেকে বকুলতলা মোড় সরস্বতী পুজোর শোভাযাত্রা আছে। যদি কার্নিভালের রাস্তায় গাড়ি ছাড়তে হয়, তা হলে আরও সমস্যা। থানার আইসিকেও জানিয়েছি। আমাদের পুরসভার জলদপ্তরকে বলেছি, আমাদের কোনও পাইপ লিক করেছে কি না দেখতে।'

পুরসভার কনট্রাক্টর স্বপন পাল জানান, চেয়ারম্যানের ফোন পেয়ে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করছেন তাঁরা। তবে কেন এই ঘটনা, তা স্পষ্ট নয়।

নদিয়ায় শুরু নান্দনিক ভাষা উৎসব ২০২৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শনিবার প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে শুরু হলো নান্দনিক ভাষা উৎসব ও মেলা ২০২৬। কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে ভাষা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন নদিয়ার জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত সহ নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অমরনাথ কে, সাংসদ মহুয়া মৈত্র সহ জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকেরা।রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নদিয়া ভাষা উৎসব ও শুরু হওয়া মেলা চলবে আগামী ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। অনুষ্ঠানের সূচনা পর্ব রবীন্দ্রভবন থেকে অনুষ্ঠিত হলেও কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ ময়দানে প্রতিদিন মেলা প্রাঙ্গণে রাজ্যের সুপরিচিত শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক থেকে শুরু করে বিশিষ্ট অতিথি শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন।

একই সঙ্গে নদিয়া নামে একটি বইয়েরও সূচনা হয়। ভাষা উৎসবের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষা নিয়ে যুব সমাজের উদ্দেশ্যে অনেকেই বক্তব্য রাখেন। আজকের যুবসমাজ আমাদের মাতৃভাষা, বাংলা ভাষা ও বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে আসছে। বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাভাষীরা বিভিন্ন জায়গায় অত্যাচারিত হচ্ছেন বাংলাভাষী মানুষ। সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিটি পরিবারে তাদের সন্তানাদিদের বাংলা ভাষা ও বাংলার ঐতিহ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে আরো বেশি করে আকৃষ্ট করে তুলতে আহ্বান জানানো হয়। না-হলে একদিন বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়বে বলেও জানান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিবর্গরা। এছাড়াও এদিন মঞ্চে উপস্থিত জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও বিশিষ্টজনরা। অন্যদিকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে বহিরাগত শিল্পী সমন্বয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে।

তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক মিঠুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পরিবর্তন সংকল্প সভা থেকে তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক দিলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। শনিবার নবদ্বীপ বিধানসভার ভালুকায় নদিয়া দক্ষিণ বিজেপির উদ্যোগে পরিবর্তন সংকল্প সভার আয়োজন করা হয়। এদিন প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। আর এই সভাকে ঘিরে সকাল থেকেই প্রস্তুতি ছিলো তুঙ্গে । এদিনের সভায় মিঠুন চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নদিয়া দক্ষিন জেলার সভানেত্রী অপর্না নন্দী, সাংসদ জগন্নাথ সরকার-সহ জেলা, রাজ্য নেতৃত্ব। শাসক তৃণমূলকে তীর্যক ভাষায় আক্রমণ করে উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্ব সকলে।

পাশাপাশি সভায় মিঠুন চক্রবর্তী বক্তব্যেও তৃণমূলকে তীর্যক ভাষায় আক্রমণ করে, এছাড়াও এদিন সভায় দলীয় কর্মীদেরও গোষ্ঠী কোন্দল থাকলেও আগামী নির্বাচন পর্যন্ত তা থামিয়ে সকলে এক হয়ে নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পরতেও আহবান জানান মিঠুন চক্রবর্তী। রাজ্যের একাধিক জায়গায় এবছরের সরস্বতী পূজোয় বাধা দানের যে অভিযোগ উঠেছিল তা নিয়েও শাসক দলকে নিশানা করেন অভিনেতা মিঠুন। এদিন নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখতে জনসমাগম ছিল যথেষ্ট চোখে পড়ার মতো।

পেনের গুরুত্ব বোঝাতে কলম উৎসব মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কোনও পেন সোনার নিব দিয়ে তৈরি। আবার কোনও পেন রয়েছে চাঁদির ওপর হাতির দাঁতের তৈরি। এক ঝলক দেখলেই যেন মনে হয় এসব পেন একসময় ব্যবহার করেছেন রাজরাজারা। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ আমলের নীলকর সাহেবদের ব্যবহৃত পেন যেমন রয়েছে। ঠিক তেমনই বাংলার বিখ্যাত ফুটবলার চুনি গোস্বামী থেকে শৈলেন মান্না তাদের অটোগ্রাফ দেওয়া পেন রয়েছে। একই ভাবে মালদার প্রাক্তন প্রয়াত রেলমন্ত্রী গনিখান চৌধুরী এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সেই স্বাক্ষর করা পেন আজও জ্বলজল করছে মালদা লাইব্রেরিয়ান সুবীর কুমার সাহার সংগ্রহশালায়।

প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি এরকম পুরনো যুগ যুগান্তর আমলের পেনের সম্ভার নিয়ে কলম উৎসব উদ্যোগ নিলেন সুবীরবাবু। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে শনিবার মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির এই এই কলম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একদিনের এই কলম উৎসবের প্রদর্শনীতে পড়ুয়ারা এমন পুরনো আমলের সংগৃহীত পেন দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছেন। বর্তমান সময়ে পেনের প্রচলন কমতে বসেছে। সে বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন লাইব্রেরিয়ান সুবীরবাবু। তবে এদিনের এত পুরনো আমলের পেন দেখে যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন পড়ুয়া থেকে তাদের অভিভাবকেরা। একদিনের এই কলম উৎসবের উদ্বোধন করেন মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ তপোহারানন্দজি।

তিনি বলেন, সুবীরবাবুর পেনের সংগ্রহশালা এদিন এই স্কুলে প্রদর্শনী হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পেন এবং তার ব্যবহার সম্পর্কেও তিনি পড়ুয়াদের অবগত করেছেন , সত্যি এটা প্রশংসনীয়। আমরাও চাই সুবীরবাবুর মতোন সকলেই পেনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হোক। আগামী ভবিষ্যতের জন্য এদিনের কলম উৎসবের গুরুত্ব রয়েছে।

উল্লেখ্য, মালদার ইংরেজবাজার পুরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ডের গ্রিনপার্ক এলাকার বাসিন্দা সুবীর কুমার সাহা। তিনি পেশায় লাইবেরিয়ান। পরিবারে তার স্ত্রী মধুলেখা সাহা এবং একমাত্র মেয়ে সুচিস্মিতা সাহা রয়েছে। একদিনের এই কলম উৎসব প্রদর্শনীতেই বিভিন্ন সংগৃহীত পেন সম্পর্কেও পড়ুয়াদের অবগত করেন সুবীরবাবু।

এদিনের এই কলম উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের তাপোহরানন্দ মহারাজ। তিনি বলেন, এমন প্রদর্শনী সত্যিই অভিনব। যিনি এত বিপুলসংখ্যক পেন সংগ্রহ করেছেন তাঁর উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ছাত্র-ছাত্রীরা এসব দেখে উপকৃত হবে। একইসঙ্গে তাঁদের কলমের প্রতি যত্ন, আগ্রহ ও আকর্ষণ বাড়বে।

উল্লেখ্য, এদিন প্রাচীন আমলের হারিয়ে যাওয়া খাগের কলম, দোয়াত থেকে শুরু করে রাজআমলের রকমারি ও সুদৃশ্য নানা পেন চাক্ষুস করার সুযোগ এই কলম উৎসবে সুযোগ পান স্কুল পড়ুয়ারা। সোনার প্রলেপ দেওয়া পেন, হাতির দাঁতযুক্ত পেন, ম্যাজিক পেন, বাঁশের পেন, খাগের কলম, দেশ-বিদেশের নামিদামী প্রায় সমস্ত পেন নজর কাড়ছে এই উৎসবে। প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে প্রাচীন আমল থেকে বর্তমান ডিজিটাল যুগ পর্যন্ত কলমের বিবর্তনকে।

কলম উৎসবের অন্যতম আয়োজক সুবীর সাহা জানিয়েছেন, তাঁর সংগ্রহে রয়েছে দেশ-বিদেশের অন্তত পাঁচ হাজার কলম। ছাত্র বয়স থেকেই তিনি এই পেন সংগ্রহের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন । প্রায় ৩৫ বছর ধরে পাঁচ হাজারেরও বেশি বিভিন্ন আমলের পেন জোগাড়ের পর বাড়িতেই আস্ত একটি সংগ্রহশালা তৈরি করে ফেলেছেন। পেনের গুরুত্ব সম্পর্কে পড়ুয়াদের বোঝাতেই তিনি এদিনে এই কলম উৎসবের আয়োজন করেন। সুবীরবাবুর আক্ষেপ, বর্তমান ডিজিটাল যুগে পেনের ব্যবহার কমে যাচ্ছে। মানুষ এখন মোবাইল, ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়াতেই যেন বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে।

প্রৌঢ়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত বাবুগ্রাম গ্রাম থেকে এক বৃদ্ধর গলায় ফাঁস লাগানো মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম শিবরাম বাউরি (৫৯)। বাড়ি বাবুগ্রাম গ্রামেই। মৃতের এক আত্মীয় জানান, শিবরামবাবু অন্যান্য দিনের মতো শুক্রবার রাত্রে তাঁর নিজের শোবার রুমে ঘুমিয়েছিল। শনিবার সকালে সে ঘুম থেকে উঠছে না-দেখে তাঁর পরিবারের আত্মীয়রা খোঁজ করতে শোওয়ার রুমে গেলে দেখতে পান, তিনি গলায় মাফলারের ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছে। পরিবারের আত্মীয়রা চিৎকার চেঁচামেচি করলে পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে এসে পুলিশে খবর জানিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই রঘুনাথপুর থানার পুলিশ শনিবার দুপুরে হাসপাতাল থেকে দেহটি পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

সাত মহিলা সদস্য-সহ ৯ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

মাওবাদমুক্ত ওড়িশার নবরংপুর

ভুবনেশ্বর, ২৪ জানুয়ারি: নবরংপুর জেলাকে 'মাওবাদী মুক্ত' বলে ঘোষণা করল ওড়িশা। প্রসঙ্গত, শনিবারই সাত মহিলা সদস্য-সহ ন'জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেন। তার পরই এই ঘোষণা করা হয়। জানা গিয়েছে, যে ন'জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁদের মাথার মিলিত দাম ছিল ৪৭ লক্ষ টাকা। এক বিবৃতি জারি করে জেলা পুলিশ দাবি করেছে, শনিবার ন'জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন। এখন থেকে মাওবাদী মুক্ত হল নবরংপুর।

পুলিশ সূত্রে খবর, রাজ্যের ৩০টি জেলার মধ্যে এখন সাতটি জেলাতেই সক্রিয় মাওবাদীরা। ওই সাত জেলার ছোট ছোট এবং প্রত্যন্ত এলাকায় এখনও সক্রিয় তাঁরা। ওই সাত জেলা হল, কন্ধমল, কালাহান্ডি, বোলাঙ্গির, মালকানগিরি, কোরাপুট, রায়গড় এবং বৌধ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগেই বলেছিলেন যে, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশ মাওবাদী মুক্ত হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাওবাদীরা আত্মসমর্ণ করছেন। কোথাও আবার বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মাওবাদীর মৃত্যু হচ্ছে। তবে দলে দলে মাওবাদীদের আত্মসমর্পণের ঘটনা প্রায়শই প্রকাশ্যে আসছে। তার মধ্যে শনিবার নবরংপুরে ন'জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেন। আর তার পরই প্রশাসন এই জেলাকে 'মাওবাদী মুক্ত' বলে ঘোষণা করল।

পুলিশ জানিয়েছে, আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীরা নবরংপুর এবং ছত্তিশগড়ের ধামতারি থেকে তাঁদের কার্যকলাপ পরিচালনা করতেন।

ঘটনাচক্রে, বেশ কয়েকটি হামলার সাক্ষী এই নবরংপুর। ২০১১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বিজেপি বিধায়ক জগবন্ধু মাঝি এবং তাঁর দেহরক্ষী পিকে পাত্রের উপর হামলা চালানো হয় এই জেলাতেই। এ ছাড়াও ২০১০ সালের ১৬ জুলাই রায়গড় ব্লকের কুন্দেই থানায় মাওবাদীরা হামলা চালিয়েছিলেন।

তুষারপাত শিমলা এবং মানালিতে

পর্যটকদের জন্য নির্দেশিকা জারি হিমাচল প্রশাসনের

মানালি, ২৪ জানুয়ারি: শিমলা, মানালি, কুফরির মতো জনপ্রিয় পর্যটনস্থলগুলিতে তুষারপাত শুরু হতেই ভিড় জমাতে শুরু করেছেন পর্যটকেরা। এক দিকে সপ্তাহান্তের ছুটি, তার উপর ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারি অনেকের টানা ছুটি থাকায় হিমাচলের শৈলশহরগুলিতে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন। কিন্তু তুষারপাতের কারণে পর্যটকদের সতর্ক করে নির্দেশিকা জারি করল হিমাচল প্রদেশ। কোথাও দু'ফুট, কোথাও আবার তিন ফুট বরফের নীচে চলে গিয়েছে। তার সঙ্গে চলছে তুষারপাতও। তুষারপাতের জেরে রাস্তা ঢেকে যাওয়ায় বাইক এবং গাড়িচালকদের জন্য সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন। যাঁরা চণ্ডীগড় থেকে কুফরিতে আসছেন, তাঁদের শিমলা এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ, তুষারপাতের জেরে রাস্তায় বিপুল যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবর্তে শিমলা বাইপাস ধরে নিউ আইএসবিটি তুতিকান্ডি হয়ে কুফরিতে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, তুষারপাত শুরু হতেই চণ্ডীগড়, পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং দিল্লি থেকে প্রচুর পর্যটক আসছেন। শনিবারেও শিমলা এবং পাহাড়ের উঁচু এলাকায় তুষারপাত হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, সবচেয়ে বেশি তুষারপাত হয়েছে কিন্নৌর জেলার কোঠিতে। সেখানে সাড়ে তিন ফুট বরফের নীচে চলে গিয়েছে রাস্তা। অন্য দিকে, কুফরিতেও তুষারপাত হচ্ছে। দু'ফুট বরফের নীচে চলে গিয়েছে এই জায়গা। শিমলাতেও একই পরিস্থিতি। কালকা-শিমলা বিভাগের প্রকল্প অধিকর্তা আনন্দ দাহিয়া জানিয়েছেন, তুষারপাত হলেও ৫ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে মসৃণ ভাবে যান চলাচল করছে। তবে ঢাল্লি-ভট্টকুফ্ফর পুরতান শিমলা রোড শুক্রবার ভারী তুষারপাতের কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে শিমলার আবহাওয়ার পরিস্থিতি শনিবার উন্নতি হয়েছে। তবে তুষারপাত শুরু হওয়ায় হোটেল ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফুটেছে।

মার্কিন ফার্স্টলেডিকে নিয়ে বায়োপিক 'মেলোনিয়া', হোয়াইট হাউসে হবে স্ক্রিনিং

ওয়াশিংটন, ২৪ জানুয়ারি: গত ২২ জানুয়ারি স্ত্রী মেলানিয়ার সঙ্গে ২১তম বিবাহবার্ষিকী পালন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একদা মডেল তথা মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়ার জীবন নিয়ে আসতে চলেছে সিনেমা। যার নাম রাখা হয়েছে 'মেলানিয়া'। শীঘ্রই হোয়াইট হাউসে হতে চলেছে এই ডকুমেন্টরি সিনেমার স্ক্রিনিং। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে এই সিনেমা।

জানা যাচ্ছে, ডকুমেন্টরি তৈরিতে অ্যামাজনের এমজিএম স্টুডিওর সাথে ৪০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি হয়েছে। আগামী ৩০ জানুয়ারি বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে এই ডকুমেন্টরি। বেকম্যান জানান, এটি কোনও রাজনৈতিক ছবি নয়, বরং মেলানিয়া নিজেই ডকুমেন্টরিটির নির্দেশনা করেছেন। ছবিতে দেখানো হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বহু হাসির মুহূর্ত। চলতি মাসে প্রথম ডকুমেন্টরি প্রকাশের পাশাপাশি আগামী বছর এই তথ্যচিত্রের আরও একাধিক সিরিজ প্রকাশিত হবে।

জানা গিয়েছে, হোয়াইট হাউসের স্ক্রিনিংয়ের পর, প্রেসিডেন্ট এবং ফার্স্ট লেডি 'জন এফ. কেনেডি সেন্টার ফর দ্য পারফর্মিং আর্টসে' একটি প্রিমিয়ারে যোগ দেবেন। মেলানিয়া ট্রাম্প নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে ছবিটির প্রচারের জন্য উদ্বোধনী বেল বাজাবেন। ছবিটিতে মুলত তুলে ধরা হবে ফার্স্ট লেডির ভাবমূর্তি। সিনেমাতে মেলানিয়াকে শুধু ফ্যাশন এবং কূটনীতিক হিসেবে নয়, বরং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করতে দেখা যাবে।

মার্কিন ফার্স্ট লেডির পরামর্শদাতা মার্ক বেকম্যান বলেন, এই সিনেমা মেলানিয়া ট্রাম্পের জীবনের ২০ দিনের একটি ডকুমেন্টরি। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগের সময়ের উপর নির্মিত। সিনেমাতে মেলানিয়া ট্রাম্পের ব্যক্তিগত জীবন, ফ্যাশন, কূটনৈতিক গতিবিধি ও সিক্রেট সার্ভিসের নিরাপত্তা সম্পর্কিত দুর্লভ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

সিনেমাটির ট্রেলারেও রয়েছে চমক। ট্রেলারে একটি বিশেষ দৃশ্য দেখানো হয়েছে। যেখানে যেখা যাবে, রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণের অনুষ্ঠানে বিশেষ পোশাক পরিহিত মেলানিয়া নিরাপত্তারক্ষীদের পরামর্শ দিচ্ছেন।

ভারতীয় প্রজা কংগ্রেসের সভাপতি হলেন পোথলা প্রসাদ নাইডু

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি: ভারতীয় প্রজা কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে পোথলা প্রসাদ নাইডুকে দলের কার্যকরী সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেছে - যা সারা দেশে সংগঠনের নেতৃত্ব এবং প্রসারকে শক্তিশালী করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পোথলা প্রসাদ নাইডু ছাত্র কল্যাণ - সামাজিক ন্যায়বিচার - এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে একজন জোরালো কণ্ঠস্বর। এই গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর নিয়োগ দলের নেতৃত্বের প্রতি - প্রতিশ্রুতি - এবং তৃণমূলস্তরের আন্দোলন এবং দেশের যুব সমাজের সাথে সংযোগ স্থাপনের পথ আরও প্রশস্ত করবে।

ময়দান

আবারো দুরন্ত শামি ! সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় পর্বে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত দাপট দেখিয়ে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে বাংলা। ম্যাচের শুরু থেকেই ব্যাটে-বলে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন লক্ষীরতন শুক্লার দল। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বাংলার ব্যাটাররা সার্ভিসেসের বোলারদের কার্যত অসহায় করে দেন।

ইনিংসের মূল স্তম্ভ ছিলেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ২০৯ রানের অনবদ্য ডাবল সেঞ্চুরির উপর ভর করে বিশাল রানের পাহাড় গড়ে তোলে বাংলা। সুদীপের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন অভিমন্যু ঈশ্বরন ও শাকির হাবিব গান্ধী। তাঁদের ধারাবাহিক ব্যাটিংয়ে প্রথম ইনিংসে ৫১৯ রানের শক্ত ভিত পায় বাংলা। এই বড় স্কোরই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় সার্ভিসেস। দ্বিতীয় দিনের শেষেই বাংলার বোলারদের তোপে ১২৬ রানে আট উইকেট হারিয়ে কার্যত ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় তারা। তৃতীয় দিনেও সেই দাপট বজায় রাখেন বাংলার বোলাররা। প্রথম ইনিংসে একাই পাঁচ উইকেট নিয়ে সার্ভিসেসের ব্যাটিং লাইনআপ গুঁড়িয়ে দেন মহম্মদ সামি। মাত্র ৬০ রান যোগ করতেই অল আউট হয়ে যায় সার্ভিসেস। ৩৩৩ রানে এগিয়ে থেকে ফলো-অন করানোর সিদ্ধান্ত নেয় বাংলা।

ফলো-অনেও শুরুটা ভয়াবহ হয় সার্ভিসেসের। মাত্র ১৭ রানের মধ্যেই টপ অর্ডারের তিন ব্যাটার ফিরে যান। শুবমান রোহিল্লা শূন্য রানে এবং রবি চৌহান আট রানে আউট হন মহম্মদ সামির বলে। অপর ওপেনার গৌরব কোচারকে ফেরান মুকেশ কুমার। চতুর্থ উইকেটে কিছুটা লড়াই দেখান মোহিত আহলাওয়াল ও অধিনায়ক রজত পালিওয়াল। তাঁদের ১১৯ রানের জুটি কিছুটা আশা জাগালেও, সেই জুটি ভেঙে দেন মুকেশ কুমার। ৯৩ বলে ৬২ রান করে আউট হন মোহিত। এরপর সামি ফেরান রজত পালিওয়ালকে। ১৬০ বলে ৮৩ রানের ইনিংস খেললেও দলের বিপর্যয় ঠেকাতে পারেননি তিনি। লোয়ার মিডল অর্ডারে দ্রুত উইকেট তুলে নিয়ে সার্ভিসেসের আশা শেষ করে দেন সামি। বিনীত ধনখড় ও অর্জুন শর্মাকেও ফেরান তিনি। তৃতীয় দিনের শেষে সার্ভিসেস আট উইকেটে ২৩১ রানে দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে সামির সংগ্রহ ৫১ রানে পাঁচ উইকেট, ম্যাচে মোট সাতটি। ১০২ রানে পিছিয়ে সার্ভিসেস। সব মিলিয়ে চতুর্থ দিনে বাংলার জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

আজ মুখোমুখি বাংলা-রাজস্থান

অসম, ২৪ জানুয়ারি: ৭৯তম সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে বাংলার তৃতীয় খেলা রবিবার। জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় এবং মূল পর্বের খেলায় কাল রাজস্থানের মুখোমুখি হবে। এদিন পুরোদমে ফান গেম এর আয়োজন করেন প্রধান কোচ সঞ্জয় সেন। অনুশীলন পর্বে হালকা চালেই আগাগোড়া তা চলেছে। মেজাজে ছিলেন কোচ। তিনি বলেন, প্রথমে রিকভারির জন্যই পরামর্শ। ছোটখাটো বেশ চোট যাদের রয়েছে তাদের জন্যে এই সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়ত, প্রথম খেলায় অনায়াসেই জয় আসে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খেলা যে সহজ হবে না তা জানানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই যে সিদ্ধান্ত বদল। স্বাভাবিক ছন্দে চললে ও আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম যে, প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচ সহজ হবে না, তা মিলেছে। তৃতীয় খেলায় যে আরও কঠিন পরীক্ষা তা বলা হয়েছে। এমন অনুমান আগেই করেছিলেন তিনি। ছেলেদের প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ। ছেলেরা ধৈর্য ধরে রাখতে পেরেছিল শেষ মুহূর্তে জয় আসে। পরপর দুই খেলার পরে যদিও বাংলার কোচ সঞ্জয় সেনের বক্তব্য হল উত্তরাখণ্ড ম্যাচ এখন অতীত। ভাবনায় আগামিকাল অর্থাৎ রবিবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচ মাথায় রেখে শনিবার অনুশীলন করল বাংলা দল। অনুশীলনে ফান গেম এর পাশাপাশি রিকভারির ওপর জোর দিলেন কোচ সঞ্জয় সেন। তিনি বলেন, যে কোনও সময় লন্ডভন্ড করে দিতে পারে খেলায় চরিত্র। প্রসঙ্গত, নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধেই ৪ গোলে ও উত্তরাখন্ডের বিপক্ষে ১ গোলে জিতেছে বাংলার ছেলেরা।

অস্ট্রেলিয়া সফরে হরমনপ্রীত অধিনায়ক, কমলিনীর বদলে উমা ছেত্রী

মুম্বই, ২৪ জানুয়ারি: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) শনিবার আগামী মাসে শুরু হতে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারতীয় মহিলা দল ঘোষণা করেছে। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে ভারত ১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ৯ মার্চ, ২০২৬ সালের মধ্যে নির্ধারিত সফরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ানডে, সমান সংখ্যক টি-টোয়েন্টি এবং একটি টেস্ট খেলবে। বিসিসিআই জানিয়েছে যে উইকেটরক্ষক জি. কমলিনীকে সফর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে উমা ছেত্রীকে ভারতের টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতের মহিলা টেস্ট দল হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা (সহ অধিনায়ক), শেফালি ভার্মা, জেমিমাহ রড্রিগস, আমানজত কৌর, রিচা ঘোষ (উইকেট কিপার), উমা চেত্রি (উইকেট কিপার), প্রতিকা রাওয়াল, হারলিন দেওল, দীপ্তি শর্মা, রেণুকা সিং ঠাকুর, স্নেহ রানা, ক্রান্তি শর্মা গৌড়, ভায়া। ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফর ২০২৫-২৬ এর পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি টি২০আই ১৫ ফেব্রুয়ারী সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সিডনি, টি২০আই ১৯ ফেব্রুয়ারী মানুকা ওভাল, ক্যানবেরা, টি২০আই ২১ ফেব্রুয়ারী অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড, ওডিআই ২৪ ফেব্রুয়ারি অ্যালান বর্ডার ফিল্ড, ব্রিসবেন, ওডিআই ২৭ ফেব্রুয়ারি বেলেরিভ ওভাল, হোবার্ট, ওডিআই ১ মার্চ বেলেরিভ ওভাল, হোবার্ট, টেস্ট৬-৯ মার্চ ওয়াকা গ্রাউন্ড, পার্থ।

বার্সা শিবিরে যোগ দিল ১৫ বছর বয়সী বিস্ময় বালক

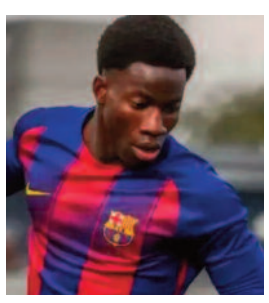

বার্সিলোনা, ২৪ জানুয়ারি: লামিন ইয়ামালের পর এবার আরও এক কিশোরকে সিনিয়র দলে যুক্ত করল বার্সিলোনা। ১৫ বছর বয়সী বিস্ময় বালক ইব্রিমা টুনকারার সঙ্গে শুক্রবার চুক্তি সেরেছে বার্সিলোনা। সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করে ফুটবলের দলবদল বিষয়ক নির্ভযোগ্য ইতালিয়ান ফ্র্যাবিজিও রোমানো জানানো হবে আগামী মার্চে, ১৬ বছরে পা রাখার পর।

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA - 700 123.
TENDER NOTICE

No. 48/25-26/FCXV/T Dated 24.01.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **09.02.2026 up to 12.0 noon**. The detail tender notice may be seen in the www.wbtenders.gov.in, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BOARD OF COUNCILLORS OF
RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. Raghunathpur, Dist-Purulia

Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting e-auction for sale of iron scrap materials within Raghunathpur Municipality **(Corrigendum Notice).**

SL	Particulars	Date	Time
1	Publication of e-auction notice	08.01.2026	2.30 P.M. onwards
2	Document submission start date	08.01.2026	2.30 P.M. onwards
3	Document submission end date and time	31.01.2026	06.55 P.M.
4	Documents approval start	02.02.2026	10.30 A.M. onwards
5	Document approval end	05.02.2026	06.55 P.M.
6	Auction start date	06.02.2026	11.00 A.M.
7	Auction end date	06.02.2026	up to 2.00 P.M.

Auction Id-2025_WB_5312
For more details Please log on to https://eauction.gov.in/eAuction/app
Chairman,
Raghunathpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Laying of 25mm Dia PVC Pipe Line at Chanchal Banerjees House, Rama Samaddar House, Biplab Pal House, AC-277, Booth No.- 287, Ward No.- 42, Borough- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/255(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009619_1 • Estimated Amount : 54,343/-

2) Name of the Work: Laying of 25mm Dia PVC underground Pipe Line at 19 No. 09 No. Street, AC-277, Booth No.- 285, Ward No.- 42, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/292(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009603_1 • Estimated Amount : 52,810/-

3) Name of the Work: Supply & Fixing of LED Light Fittings at Nadiha Street No.– 9 & 19 under Ward No.- 42 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/292(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009603_2 • Estimated Amount : 1,70,523.00/-

4) Name of the Work: Construction of CGI Shed near Labour Hut, within Ward No.- 31, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/86(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009579_1 • Estimated Amount : 6,38,687/-

5) Name of the Work: Construction of new Drain near Banik More and 8 No. Basti Barrack under Ward No.- 40, Booth No.- 250, DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/415(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009596_1 • Estimated Amount : 1,50,565/-

6) Name of the Work: Construction of new Concrete Road from Sabuj Sangha Math to Sabuj Sangha Basti under Booth No.- 250, Ward No.- 250, Ward No.- 40 of DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/415(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009596_2 • Estimated Amount : 2,19,077.00/-

7) Name of the Work: Improvement of illumination with LED Street Light Fittings at Adibedi Ground under Ward No.- 40 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/415(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009596_3 • Estimated Amount : 1,67,099.00/-

8) Name of the Work: : Construction of Concrete Road from 8 No. Barrack to Main Road and near 7 No. Barrack under Booth No.- 250 Ward No.- 40 of DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/415(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009596_4 • Estimated Amount : 2,26,853.00/-

9) Name of the Work: Improvement of illumination with LED Street Light Dutta Para & Tanti Para under Ward No.- 30 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/62(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009624_2 • Estimated Amount : 10,050/-

10) Name of the Work: Construction and Repairing of Road near Biswadip Sinha's House and near Rabindrapally Recreation Club and near Amit Chowdhury House, Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/320(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009584_2 • Estimated Amount : 1,88,652.00/-

11) Name of the Work: Supply & Fixing of LED Light Fittings at Aurobinda Pally, Aikyatan Sarani, Sarabitan Sarani under Ward No.- 43 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/320(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009584_3 • Estimated Amount : 40,169.00/-

12) Name of the Work: Supply & Fixing of LED Light Fittings at Ananda Dhara under Ward No.- 43 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/320(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009584_4 • Estimated Amount : 87,934.00/-

13) Name of the Work: Repairing of Road from Swarnakar House to Mourya's House at Rabindra Pally, A Block Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/320(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009584_1 • Estimated Amount : 2,93,678.00/-

14) Name of the Work: Repairing of Concrete Road from Ahay Biswas to Apurba Lal Pandey House, Booth No.- 296, Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/455(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009609_1 • Estimated Amount : 3,05,972.00/-

15) Name of the Work: Construction of 21 Nos. Street Taps Platform at Ho-Chi-Min Pally, AC-277, Booth No.- 296, Ward No.- 43, Borough- 04.
e-Tender No. : WBDMC/W/455(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009609_2 • Estimated Amount : 1,98,486.00/-

16) Name of the Work: Repairing of Concrete Road from Deba Baidya House to Debabrata Mondal House, Booth No.- 296, Ward No.- 43.
e-Tender No. : WBDMC/W/455(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009609_3 • Estimated Amount : 2,37,939.00/-

17) Name of the Work: Construction of Drain at Uttarpara, Khudiram Colony, Ward No.- 30, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/48(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009644_1 • Estimated Amount : 1,29,051.00/-

18) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Bapi Sur's House to Plant side at BOGL, Ward No.- 30, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/48(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009644_2 • Estimated Amount : 2,41,725.00/-

19) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Shyamsundar Vishwakarma to S.K. Kalu's House at Uttarpara, Ward No.- 30, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/48(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009644_3 • Estimated Amount : 52,222.00/-

20) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Kartick Nandan to Bajahari House, Ward No.- 30, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/62(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009624_1 • Estimated Amount : 1,27,805.00/-

21) Name of the Work: Repairing of Drain from Annapurna Mondal's House to Main Road, Ward No.- 30, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/398(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009624_3 • Estimated Amount : 1,90,904.00/-

22) Name of the Work: Repairing of Concrete Road from Tanti Para to Daru Kesh's House, Ward No.- 30, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/409(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009624_4 • Estimated Amount : 1,45,023.00/-

Last Date : 05th February 2026, up to 05:00 pm
23) Name of the Work: Repairing of Culvert near 2/62 Vidyapati, Ward No.- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/231(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009643_1 • Estimated Amount : 33,252.00/-

24) Name of the Work: Construction of Drain from 4 No. to 2 No. Street at Vidyapati, Ward No.– 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/231(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009643_2 • Estimated Amount : 6,38,664.00/-

25) Name of the Work: Construction of Masonry Well at Playground 4/11, Vidyapati AC-276, Booth No.- 110, Ward- 04, Borough- 01.
e-Tender No. : WBDMC/W/231(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009643_3 • Estimated Amount : 3,23,739.00/-

26) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Street No.- 20 to 24 at Bharati, Booth No.- 123,Ward No.- 04, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/284(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009734_1 • Estimated Amount : 3,33,076.00/-

27) Name of the Work: Construction of Concrete Road at 15A Street in front of 15 A/2 to 15B Street joining at Bharati, Booth No.-123, Ward No.- 04, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/284(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009734_2 • Estimated Amount : 1,89,975.00/-

28) Name of the Work: Construction of Drain between 15A Street & 13th Street, Bharati Road, under Booth No.- 123,Ward No.- 04, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/284(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009734_3 • Estimated Amount : 3,24,114.00/-

Last Date : 31st January 2026, up to 09:00 am **Sd/- Executive Engineer**
For details : tenders.wb.gov.in **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্য

এস ডি সুব্রত

সাহসী বীর সন্তান, মহান দেশপ্রেমিক সুবাস চন্দ্র বসু । যার আন্দোলনে ভারতবর্ষে ব্রিটিশের শক্ত ভীত নড়ে উঠেছিল তিনি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। পরাধীন ভারতকে সাদা ব্রিটিশদের হাত থেকে রক্ষা করতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন নেতাজী । তাঁর জন্য অহঙ্কারের শেষ নেই আপামর বাঙালির।

নেতাজির জীবন অত্যন্ত রহস্যময় এবং অনুপ্রেরণামূলক। ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি বর্তমান ওড়িশা রাজ্যের কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন নেতাজি। তাঁর মাতা প্রভাবতী দেবী এবং পিতা আইনজীবী জানকীনাথ বসু। তিনি ছিলেন তাঁর বাবা মায়ের ১৪ সন্তানের মধ্যে নবমতম সন্তান।

কটকের একটি ইংরেজি স্কুলে পড়াশোনা করেন, বর্তমানে এই স্কুলটির নাম স্টুয়ার্ট স্কুল। এরপর যান কটকের রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ফিলোসফিতে বি.এ. পাশ করেন ।এরপর যান লন্ডনে। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়ে নিয়োগপত্র পেয়েও বিপ্লব-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি কারনে তিনি সেই নিয়োগপত্র প্রত্যাখ্যান করেন।

অমৃতসর হত্যাকাণ্ড ও ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ দমনমূলক রাওলাট আইন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ভারতে ফিরে নেতাজী 'স্বরাজ' নামক একটি সংবাদপত্র চালু করে তাতে লেখালেখি শুরু করেন এবং বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রচারের দায়িত্বেও নিযুক্ত হন। তাঁর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু যখন কলকাতা পৌরসংস্থার মেয়র নির্বাচিত হন, তখন নেতাজি তাঁর অধীনে কর্মরত ছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণে ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সাল, প্রায় ২০ বছরের মধ্যে তিনি মোট ১১ বার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁকে ভারত ও রেঙ্গুনের বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছিল। জাপান ও জার্মান, উভয় দেশই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ছিল। তাই, নেতাজি উভয় দেশের কাছেই সাহায্য চেয়েছিলেন। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (জ্জগুঞ্ঝ)-র নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে নেতাজি, সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' নামে একটি বইও লিখেছিলেন যা, ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

জার্মানিতে আজাদ হিন্দ রেডিও স্টেশনও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ক্ষ্মতোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবক্ষ্ম তার বিখ্যাত উক্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির প্রাক্কালে ভারত সরকার স্বীকৃত ইতিহাস অনুযায়ী, ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইওয়ানের তাইহোকু (বর্তমান তাইপে) এরোড্রমে এক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়।

কিন্তু ২০১৫-১৬ সালে ডিক্লাসিফাই হওয়া কিছু সরকারি ও গোয়েন্দা ফাইলে ১৯৪৫-এর ১৮ আগস্টের পর নেতাজির রাশিয়ায় অবস্থান, এমনকি ভারতের মাটিতে ফিরে আসার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নেতাজীর অন্তর্ধান বিষয়ে রয়েছে বিবিধ মত । নেতাজির অন্তর্ধানের বিষয়ে এখন পর্যন্ত যে কয়টি থিওরি পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান তিনটি হলো- উড়োজাহাজ ক্র্যাশ থিওরি , রাশিয়ায় স্তালিনের কারাগারে নির্যাতনে মৃত্যু ও সন্ন্যাসী হয়ে ভারতে ফিরে আসা। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষ স্বাধীন করার লক্ষ্যে

নেতাজি এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ব্রিটিশদের নজরদারি এড়িয়ে বিহার, পেশোয়ার, আফগানিস্তান, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে জার্মানিতে পালিয়ে যান। ১৯৪৩ সালে তিনি সাবমেরিনে জাপান পৌঁছান। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব নেন এবং আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন। ১১টি দেশ এ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ আরাকান, ইম্ফাল জয় করে কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বোমা আঘাত হানলে জাপান আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং নেতাজি তার আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে সিঙ্গাপুরে ফিরে আসেন। তিনি আত্মসমর্পণের বিষয়ে আলোচনার জন্য জাপানের টোকিওতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইওয়ানের তাইহোকু এরোড্রমে এক বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। বিমানটিতে নেতাজির সঙ্গে জাপানি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা ছাড়াও তার এডিসি কর্নেল হাবিবুর রহমান ছিলেন। দুদিন পর নেতাজির মৃতদেহ দাহ করা হয় এবং চিতাভস্ম জাপানের টোকিওতে রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দিরে রাখা হয়। এটি হচ্ছে নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের স্বীকৃত উড়োজাহাজ ক্রাশ থিওরি। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করার মাত্র ১২ দিন পর এক সংবাদ সম্মেলনে জওহরলাল নেহেরুর উপস্থিতিতে শিকাগো ট্রিবিউনের একজন সাংবাদিক দাবি করেন, তার একজন সহকর্মী ১৯৪৫ সালের ২১ আগস্ট নেতাজিকে সায়গনে দেখেছেন। নেতাজির অন্তর্ধানের পর থেকেই এরকম বিভিন্ন দাবি উঠতে থাকে। নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য নেহেরু সরকার ১৯৫৫ সালে শাহনেওয়াজ কমিটি এবং ইন্দিরা গান্ধী সরকার ১৯৭০ সালে খোসলা কমিশন নামে দুটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। দুটি কমিশনই নেতাজি উড়োজাহাজ ক্রাশে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে রায় দেয়। যদিও শাহনেওয়াজ কমিটির একজন সদস্য হিসাবে নেতাজির ভাই সুরেশ চন্দ্র বসু কমিশনের রিপোর্টে স্বাক্ষর না করে টোকিও ট্রায়ালের বিচারক ড. রাধাবিনোদ পালের নেতৃত্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। ক্ষমতায় আসার পর মোরারজি দেশাই দুটি কমিশনের রিপোর্টকেই নাকচ করে দেন এবং জানান, তাইপে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মতো নথি তার হাতে রয়েছে। পরে অবশ্য তিনি সেই নথির কথা চেপে যান। এরপর ১৯৯৯ সালে নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মনোজ কুমার মুখার্জির নেতৃত্বে মুখার্জি কমিশন গঠন করা হয়।

মুখার্জি কমিশনকে লেখা অফিসিয়াল চিঠিতে তাইওয়ান সরকার জানায়, '১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তো দূরের কথা, সারা বছরে কেবল তাইহোকুতে নয়, পুরো তাইওয়ানে কোনো উড়োজাহাজ ক্রাশ হয়নি। তাইওয়ানের কোনো হাসপাতাল লগবুকে নেতাজির চিকিৎসার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, এমনকি পাওয়া যায় না কোনো ডেথ সার্টিফিকেট। সেই বোমারু বিমানে নেতাজি ও হাবিবুর রেহমানের সঙ্গী জাপানি সেনা অফিসারদের ক্ষেত্রেও চিকিৎসার কোনো তথ্য, ডেথ সার্টিফিকেট, ক্রিমেটোরিয়াম রেজিস্টার কিংবা মৃতদেহ বা আহত অবস্থার কোনো ছবি পাওয়া যায়নি। মুখার্জি কমিশন রায় দেয়, নেতাজি উড়োজাহাজ ক্রাশে মারা যাননি। নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে দ্বিতীয় থিওরিতে যারা বিশ্বাস করেন, তারা নেতাজি যে মাঞ্চুরিয়া হয়ে রাশিয়া পৌঁছেছিলেন, এর পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে পারলেও সেখানে নেতাজিকে হত্যা করার বিষয়ে এখন পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য কোনো তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি।

১৯৬১ সালে অর্দেন্দু সরকার নামে একজন ভারতীয় প্রকৌশলী মস্কোয় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করে জানান, তার কোম্পানির একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়ার রাশিয়ার ট্রান্স-সাইবেরিয়ান এলাকায় স্তালিনের গুলাগে নেতাজিকে দেখেছিলেন। এ ঘটনা প্রকাশ না করার জন্য তার ওপর চাপ দেওয়া হয়। ফলে তিনি আর কোনোদিন এ বিষয়ে মুখ খোলেননি। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি মুখার্জি কমিশনের সামনে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন। নেতাজি গবেষক পুরবী রায় রাশিয়া গিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ করেন, যেখানে স্পষ্ট ছিল যে নেতাজি ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। তিনি তৎকালীন সংসদ সদস্য চিত্ত বসুর হাতে নথিগুলো তুলে দেন। চিত্ত বসু নথিগুলো নিয়ে দিল্লি যাওয়ার পথে রাজধানী এক্সপ্রেসে রহস্যজনকভাবে মারা যান। সেই নথিগুলো আর পাওয়া যায়নি। নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের তৃতীয় তত্ব এরকম -- সন্ন্যাসীর বেশে সুভাষ বসুর ফিরে আসা নিয়ে পঞ্চাশের দশকে শৌলমারি আশ্রম থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে নানা দাবি ওঠে। মুখার্জি কমিশনের সামনে আরেকজন সাধু বাবার তথ্য উপস্থাপিত হয়। ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদে রামভবন নামে একটি বাড়িতে একজন সন্ন্যাসীর মৃত্যু হয়, যিনি মহাকাল, ভগবানজিসহ বিভিন্ন নামে তার অনুরাগীদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। তিনি সবসময় পর্দার আড়ালে থাকতেন এবং সাধারণত কারও সঙ্গে দেখা করতেন না। ভগবানজি জীবিত থাকাকালীনও তার দর্শন পাওয়া অনেকে দাবি করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। ভগবানজির মৃত্যুর পর এই দাবি আরও প্রবল হয়ে ওঠে। নেতাজির ভাইঝি ললিতা বসু ১৯৮৬ সালের প্রথমদিকে ফৈজাবাদের রাম ভবনে যান। সেখানে গিয়ে ঘরের ভেতরে থাকা ভগবানজির ব্যবহৃত সামগ্রী এবং চিঠি, নথি ও অন্যান্য জিনিসপত্র দেখে নিশ্চিত হন সেগুলো তার রাঙা কাকা অর্থাৎ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী রাম ভবনে থাকা ভগবানজির সব জিনিসপত্র ফৈজাবাদের ট্রেজারি বিভাগে সংরক্ষণ করা হয়। আদালতের রায়ে মুখার্জি কমিশনের সামনে ফৈজাবাদ জেলা ট্রেজারিতে সংরক্ষিত ভগবানজির ঘর থেকে উদ্ধার করা জিনিসপত্রের ট্রাংকগুলো খোলা হয়। সেখানে পাওয়া যায় নেতাজির পিতা-মাতার বাঁধানো ছবি, ভাই-বোনসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে নেতাজির ছবি, সাবেক বিপ্লবী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক সদস্যের ছবি এবং পেছনে আঁকিবুঁকি করা তাদের ডাকনাম। আরও পাওয়া যায় গোল ফ্রেমের চশমা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত ফ্ল্যাশ লাইট, জার্মান বাইনোকুলার, রোলেক্স ঘড়ি, পোর্টেবল বেলজিয়ান টাইপরাইটার, জাপানিজ ওয়াটার ফিল্টার। পাওয়া যায় পবিত্রমোহন রায়, লীলা রায়, সুনীল দাস, অনীল দাস, আশুতোষ কালী, বিশ্বরুপ রায়সহ নেতাজির পূর্বপরিচিত সাবেক বিপ্লবী, কমরেড, আইএনএ'র সদস্যদের লেখা অসংখ্য চিঠি-যে চিঠিগুলোতে তারা ভগবানজিকে পরোক্ষভাবে নেতাজি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। নেতাজির পুরোনো বন্ধু দিলীপ রায়কে লেখা চিঠিতে লীলা রায় বলেছেন, নেতাজি বেঁচে আছেন এবং তিনি তার সঙ্গে দেখা করেছেন। এই চিঠিগুলোর মধ্যে ছিল আরেকটি আশ্চর্য চিঠি-সেক্রেটারি নাথালি নোলসের স্বাক্ষর করা যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন সার্ভিসের অফিসিয়াল লেটার। সেখানে আরও পাওয়া যায় নেতাজির দাদা সুরেশ বসুকে পাঠানো খোসলা কমিশনের সমনের অরিজিনাল কপি। নেতাজি ও ভগবানজির হাতের লেখা এক নয় বলে সরকারি রিপোর্ট দেওয়া হলেও বিশ্ববিখ্যাত ফরেনসিক হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট কার্ল ব্যাগেট সন্দেহাতীতভাবে দুটি হাতের লেখা একজনের বলে সিদ্ধান্ত দেন।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু হলেন ভারতের অন্যতম মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক কিংবদন্তি নেতা। তিনি হাজার হাজার মানুষকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং তার অগাধ দেশপ্রেম দিয়ে ।

শীতের বারান্দায় অব্যক্ত উকেলেলের সুর

শুভজিৎ বসাক

শীতের বিকেল, বেলা তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। হিমেল হাওয়া তার আলতো স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল নদিয়ার শান্তিপুরের প্রতিটি বাড়ির ছাদে, প্রতিটি উঠোনে। দিগন্তের লালচে আভা তখনো পুরোপুরি ফিকে হয়ে যায়নি, তবে কুয়াশার হালকা চাদর যেন ধীরে ধীরে প্রকৃতিকে ঢেকে দিচ্ছিল এক মায়াবী মোহে। এই সময়টাতেই আত্রেয় তার দক্ষিণমুখী বারান্দায় বসে, উল বোনার ফাঁকে প্রায়শই চোখ তুলে তাকাতো ঠিক তার উল্টোদিকে, পাশের বাড়ির দোতলার দিকে।

সেখানে, ঠিক এই সময়টাতে, একটি বিশেষ দৃশ্য তার বহুদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। একটি লাল শাড়ির আঁচল জড়ানো ছায়া, হাতে একটি ছোট, কাঠের উকুলেলে। ছায়াটি দিশারীর।

দিশারী। নামটা মনে পড়তেই আত্রেয়ের ঠোঁটে একফালি হাসি ফুটত, যা শীতের রুক্ষতাকে ম্লান করে দিত। এই শীতের বিকেলগুলো তার কাছে দিশারীর গানের জন্যই যেন প্রতীক্ষিত। তারা দু'জন খুব সাধারণ সম্পর্কের সুতোয় বাঁধা , প্রতিবেশী। তবে এই সাধারণ শব্দটার আড়ালে লুকিয়ে ছিল এক অব্যক্ত উষ্ণতা আর গভীর টান। তাদের পরিচয় সেই ছোটবেলা থেকে। একই স্কুল, একই টিউশন, একই পাড়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বে যে গভীরতা এসেছে, তাকে আর কেবল 'বন্ধুত্ব' বলা চলে না। তবে কেউ কাউকে সেটা বলেনি, বলা হয়ে ওঠেনি। হয়তো একটা সংকোচ, অথবা হয়তো এই সাধারণ সম্পর্কটার মিষ্টি আরামটুকু হারানোর ভয়। তারা যেন এক অলিখিত চুক্তিতে বাঁধা; থাকুক না ভালোবাসাটা অব্যক্ত, তবুও তাদের এই নৈকট্যই যথেষ্ট।

আত্রেয় চোখ বন্ধ করে কালকের দৃশ্যটা মনে করার চেষ্টা করল। দিশারীর হাতে সেই ইউকুলেলে। ডান হাতটা তার বাজানোর ভঙ্গিতে স্থির, আর বাঁ-হাতে সোনার বালার সাথে জড়িয়ে থাকা শাঁখার সাদা-লাল চুড়িগুলো, যা তার বাঙালি সত্তার পরিচয় দেয়। আর ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার মাঝে একটি ছোট, পুরনো পোড়া দাগ;যা আত্রেয় খুব ভালো করে চেনে। ছোটবেলায় ছাদে খেলতে গিয়ে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে খেলা করার সময় লেগেছিল সেই দাগ। সেই দিন দিশারীর আঙুল ধরে ড্রেসিং করিয়ে দিয়েছিল আত্রেয়, খুব বকেছিলও। সেই স্মৃতি আজও তাদের দু'জনেরই মনে তাজা, যেন এক মিষ্টি দুষ্টুমির দলিল।

আজও দিশারী তখন উকুলেলের একটি সুর তুলছিল। একটি পুরনো হিন্দি গান, যা তাদের ছোটবেলায় খুব প্রিয় ছিল। সুরটা হালকা, ধীরগতির, যেন এই শীতের বিকেলের শান্ত, বিষণ্ণ মেজাজকেই ফুটিয়ে তুলছে। গানের প্রতিটি নোট যেন বাতাসের সাথে মিশে আত্রেয়ের কানে এসে পৌঁছচ্ছিল, এক গভীর ভালো লাগা নিয়ে।

শীতকালে ভালোবাসা একটু বেশিই জাঁকিয়ে বসে। হয়তো হিমেল হাওয়া উষ্ণতার অভাব ঘটায় বলেই, মানুষ একটু বেশিই একে অপরের কাছে আসতে চায়। আর আত্রেয়-দিশারীর জীবনে সেই উষ্ণতা আনার মাধ্যম ছিল এই গান।

উল বোনা থামিয়ে আত্রেয় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দিশারীর মুখটা আবছা, কিন্তু তার হাতের উকুলেলে-এর উপরকার আবেগটুকু সে অনুভব করতে পারছিল। গানের সুর শেষ হতেই আত্রেয় মৃদুস্বরে ডাকলো, 'দিশা!'

দিশারী চমকে উঠে তাকালো। তার চোখে সামান্য দ্বিধা, যা দ্রুতই এক মৃদু হাসিতে পরিণত হলো। 'গান শুনছিলি?'

'এমনিই... কেমন যেন মন খারাপ করা সুর। তবে শুনতে ভালো লাগছিল,' আত্রেয় হাসলো।

দিশারী বারান্দার রেলিং-এর কাছে এগিয়ে এলো। 'শীতের গান তো এমনই হয়। একটু বিষণ্ণতা, আর একটু নস্টালজিয়া মেশানো। কিন্তু এই বিষণ্ণতাতেই তো এক অন্যরকম শান্তি আছে, তাই না?'

'হুম। কাল কিন্তু আমার কাছে আসিস, মা পায়েস করেছে। এই ঠাণ্ডায় গরম পায়েস...' আত্রেয় কথা ঘোরালো, পাছে দিশারীর মনে তার মনের কথা নিয়ে কোনো সন্দেহ না হয়।

'হুম, ঠিক আছে। কাল তবে তোর বারান্দায় বসব। এই শীতের আলস্যটা কাটানো দরকার,' দিশারী হাসলো, সেই হাসি, যা আত্রেয়ের মনকে মুহূর্তে শান্ত করে দেয়।

এই সামান্য কথোপকথন, এই সামান্য হাসি বিনিময়টুকুই তাদের সম্পর্কের সারল্য। তারা একে অপরের কাছে আসে, কিন্তু ভালোবাসার কথাটা কখনো মুখে আনে না। তারা বোঝে, এই যে একে অপরের জন্য অপেক্ষা, একে অপরের জীবনের ছোট ছোট মুহূর্তে জড়িয়ে থাকা, এটাই তাদের ভালোবাসা। হয়তো শব্দরা এখানে অনাবশ্যক। এই শীতের বিকেল, উকেলেলের সুর, হাতে বোনা উলের উষ্ণতা , এই সবকিছুর মধ্যেই তাদের অব্যক্ত প্রেম বাসা বেঁধেছে।

পরের দিনের ঘটনা-

আত্রেয়ের বারান্দা। পায়েসের গন্ধ চারদিকে ম ম করছে। আকাশ আজ পরিষ্কার, তবে শীতের মিঠে রোদ তার সমস্ত উষ্ণতা নিয়ে এসে পড়েছে। দিশারী এসেছে, তবে আজ তার হাতে উকেলেলে নেই। আজ সে কেবলই শান্ত, ঘরের মেয়ে। দুজনের মাঝে কাঠের একটি মোড়া, যাতে পায়েসের বাটি রাখা।

আত্রেয় আলতো করে তার হাতের দিকে তাকালো। সেই পোড়া দাগটা; যা গতকালের ছবিতেও ছিল, আজও আছে। আত্রেয় একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'তোকে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম অনেকদিন ধরে'।

দিশারী মাথা তুলে তাকালো, তার চোখে এক ধরনের মৃদু কৌতূহল। সে হাতে পায়েসের বাটিটা ঘুরিয়ে বলল, 'বল না। এভাবে শ্বাস ফেলছিস কেন?'

'এই যে তুই রোজ গান করিস... আমার খুব ভালো লাগে। মনে হয়, যেন সেই সুরটা আমার জন্যই...' আত্রেয় কথা শেষ করতে পারলো না। তার বুকের ভেতর একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছিল। আজ সে যেন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না।

দিশারী শান্তভাবে হাসলো, তার চোখ দুটো চিকচিক করে উঠলো। 'তুই জানিস না, আমি অনেকদিন ধরেই শুধু তোর জন্যই গান করি। এই বারান্দায় বসে, শুধু এই আশায়, যে তুই শুনবি। আমার উকেলেলে-এর সুরটা তোকে ছুঁয়ে যাবে। তোর মন খারাপের বিকেলে, আমি সুর হয়ে পাশে থাকি'।

আত্রেয় বিস্মিত হলো। সে এত নিশ্চিত ছিল না যে দিশারীও তার মনের কথা অনুভব করে। 'তুই... তুই জানতিস?'

'হুম। কারণ, আমি জানি, তুইও রোজ এই সময়টায় আমার দিকে তাকিয়ে থাকিস। আমি অনুভব করি তোর সেই দৃষ্টি, ঠিক যেমন তুই অনুভব করিস আমার গানের সুর'। দিশারী বলল, তার কণ্ঠে কোনো দ্বিধা নেই, শুধু এক গভীর আত্মবিশ্বাস।

একটা দীর্ঘ নীরবতা নামলো তাদের মধ্যে। তবে এই নীরবতা কোনো অস্বস্তির ছিল না, ছিল এক প্রকার প্রশান্তি। শীতের মিষ্টি রোদ তখন তাদের গায়ে এসে পড়ছিল, যেন তাদের ভালোবাসার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

হঠাৎ দিশারী তার বাঁ হাতটা আত্রেয়ের দিকে এগিয়ে দিল। সেই হাতে সেই সোনা ও শাঁখার চুড়ি। 'কালকের ছবিতে আমার হাতটা ভালো করে দেখছিলি, না?'

আত্রেয় অপ্রস্তুত হলো, লজ্জায় মাথা নিচু করলো। 'হুম। মনে পড়ছিল ছোটবেলার কথা। ওই দাগটা... আর তোর সেই প্রথম চুড়ি পরা।'

দিশারী আলতো করে আত্রেয়ের হাত ধরলো। তার স্পর্শে যেন শীতের আলস্য কেটে গেল। 'এই চুড়িগুলো, এই দাগটা, আর এই উকেলেলে... এগুলো সব আমার গল্প। আর আমার গল্পের প্রতিটি অধ্যায় জুড়ে তুই আছিস, আত্রেয়। তোকে ছাড়া কোনো কিছুই সম্পূর্ণ হয় না'।

সেদিন, সেই শীতের নরম রোদ আর পায়েসের মিষ্টি গন্ধের মাঝে, তাদের অবলা প্রেম প্রথম স্বর পেল। উকেলেলের তারে নয়, তাদের হৃদয়ের তারে।

আত্রেয় দিশারীর হাত ধরে বলল, 'এই শীতের উষ্ণতাটা আজ থেকে আমাদের দু'জনের। শুধু সুর নয়, এবার থেকে আমরা একসাথে পথও চলব। আমার উল বোনা আর তোর উকেলেলে... দুটোই এক সুতোয় বাঁধা থাকবে'।

দিশারী হাসলো। তার চোখে সেই শীতের বিকেলের মতোই এক স্নিগ্ধ আলো। এই সরল, সাধারণ সম্পর্কটা আজ এক গভীর ভালোবাসার নাম পেলো। কোনো বাহুল্য নয়, শুধু দুটো মনের আন্তরিক স্বীকারোক্তি। তাদের ভালোবাসাটা ঠিক শীতের বিকেলের মতো; শান্ত, স্নিগ্ধ, আর একরাশ অব্যক্ত উষ্ণতায় ভরা।